ভাই ও ভগিনী।

ভাই ও ভগিনী।

শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা।

অকাল বোধন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।
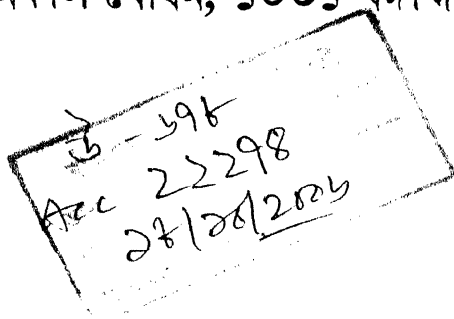
কলিকাতা, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্।
শ্রীরামপ্রেসে
শ্রীসারদাপ্রসাদ মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভাই ও ভগিনী।

•

পরিপূর্ণ যৌবনের দু'কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাসের মাঝে ইন্দ্রধনুনিভ রঙ্গিল আশায় নিরাশ হইয়া শরবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় শেলাহত উমাপতি হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা জুড়াইবার জন্য যে সময় সন্তাপহারিণী বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন তখন কার্ত্তিকের বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নবনির্ম্মিত অশ্বশকট সুন্দরকান্তি, আহতহৃদয় যুবককে বহন করিয়া ভেলুপুরার এক আধুনিক, রমনীয় প্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। শকটের শব্দে পলিতকেশ, দীর্ঘশুভ্রশ্মশ্রু-গুম্ফশোভিত, সৌম্যমূর্ত্তি জনৈক বৃদ্ধ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুবককে দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি উমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়?"
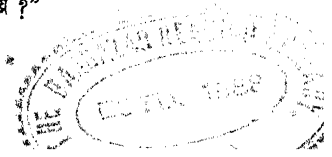
ভাই ও ভগিনী।

অপরিচিতের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও সস্নেহ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া ব্যথিতহৃদয় যুবক মুহূর্ত্তেই একটু আনন্দ লাভ করিলেন এবং সবিনয়ে ও শ্রদ্ধাসহকারে উত্তর করিলেন "আজ্ঞা, হাঁ।"

কোমলকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন "ভিতরে আইস, এই বাটীতেই তোমার বাসের জন্য স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

বৃদ্ধের অলৌকিক মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার সরসমধুর আহ্বানে কোমলপ্রাণ যুবকের শির স্বতঃই অবনত হইয়া আসিল। তিনি ভক্তিভরে বৃদ্ধের চরণে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই গৃহস্বামী স্বীয় ভৃত্যকে ডাকিয়া উমাপতির শয্যাদি ভিতরে লইবার অনুমতি দিলেন এবং উমাপতিকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। গাড়োয়ানকে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিয়া যুবক প্রাচীনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

বিস্তৃত প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া প্রথম তল উত্তীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ দ্বিতলের এক প্রকোষ্ঠের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ও যুবককে বলিলেন "গুরুদেবের আদেশে তোমার বাসের জন্য এই প্রকোষ্ঠ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই কক্ষেই তোমার উপবেশন ও শয়নের উপযোগী দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। তোমার অন্য যাহা প্রয়োজন হইবে তাহার জন্য

রামচরণকে বলিও, সে আনিয়া দিবে। ইহা তোমার আপন গৃহ মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিও, বাবা।"

বৃদ্ধের সহৃদয়তায় যুবক তাঁহার যোগ্য উত্তর বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

রামচরণ উমাপতির শয্যাদি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন "রামচরণ, বাবুর বিশ্রাম হইলে স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিও।"

রামচরণ বলিল "যে আজ্ঞা।"

উমাপতির মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "তুমি এখন বিশ্রাম কর, বাবা। এ বৃদ্ধও একটু বিশ্রাম করুক।"

উমাপতি সবিনয়ে বলিলেন "আপনি বিশ্রাম করুন।"

"ক্রমশঃ অনেক কথা বার্ত্তা হইবে" বলিতে বলিতে গৃহস্বামী ত্রিতলের সোপানাবলী আরোহন করিলেন।

কর্ত্তা চক্ষুর অন্তরাল হইলেই রামচরণ বলিল "বাবু, তামাক সাজ্‌ব কি?"

মৃদু হাসিয়া উমাপতি বলিলেন "আমি তামাক খাই না, রামচরণ।"

"তবে তেল আনি" বলিয়া রামচরণ হাসিমুখে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

উমাপতি দেখিলেন শান্ত, নীরব, নিস্তব্ধ বাটী,—ক্ষত হৃদয় জুড়াইবার উপযুক্ত স্থানই বটে। তিনি মনে মনে দু'দিনের পরিচিত সাধুর চরণে প্রণাম করিলেন;— তাঁহারই কৃপায় বিনা আয়াসেই তিনি এইরূপ মনোরম স্থানে আশ্রয় লাভ করিলেন।

অল্প-সময়মধ্যেই রামচরণ উমাপতিকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বের এক কক্ষে উপস্থিত হইল। পরিষ্কার এক জলকুণ্ডে এক কুণ্ড স্বচ্ছ সলিল দেখাইয়া রামচরণ বলিল "এই স্নানের ঘর। আপনি স্নান করুন।"

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কক্ষে কুণ্ডপূর্ণ নির্ম্মল সলিল অবলোকন করিয়া উমাপতির পথশ্রম যেন বিনা স্নানেই অপনীত হইল। প্রফুল্ল মুখে তিনি স্নান করিলেন। স্নানান্তে আপন কক্ষে আসিয়া বসন পরিধান করিতে না করিতেই রামচরণ বলিল "আসুন, এই পাশের ঘরে সন্ধ্যাহ্নিকের জায়গা হয়েছে।"

বারাণসীধামে ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিত ভাবে করিবেন স্থির করিয়া উমাপতি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ছিলেন। এই শান্ত গৃহে শান্ত বৃদ্ধের সংস্পর্শে তাঁহার সেই সঙ্কল্প জাগ্রত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য তিনি রামচরণপ্রদর্শিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুমার্জ্জিত কক্ষে ধূপদানে ধূপ জ্বলিতেছে। স্নিগ্ধ সৌরভে ক্ষুদ্র কক্ষ আমো-

দিত হইয়াছে। সম্মুখে, প্রাচীরে, বারাণসীর ঈশ্বর "বিশ্বেশ্বর" ও বারাণসীর ঈশ্বরী "অন্নপূর্ণা"র মঞ্জু চিত্র শোভিতেছে। কক্ষতলে সুকোমল কম্বলাসন বিস্তৃত রহিয়াছে।

রামচরণ সরিয়া গেল।

আসনে উপবেশন করিয়া উমাপতি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু "বিশ্বেশ্বর," "অন্নপূর্ণা" দেখিতে পাইলেন না। নিমেষে তাঁহার আহত বক্ষে সেদিনের কলিকাতার স্মৃতি ফুটিয়া উঠিল। সে স্থানেও এমনি সুরভিত কক্ষেই তিনি আহ্নিক করিবেন বলিয়া একজন সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিত! উমাপতি ত বিস্মৃত হইবার জন্য পুণ্য ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তবে মুহূর্ত্তেই সেই যাতনা জাগিল কেন? যত শীঘ্র বেদনার স্থান ত্যাগ করা যায় তত শীঘ্র যদি হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য হইত তাহা হইলে ত এই পৃথিবী নন্দন কানন হইত।

বৃথা আসনে বসিয়া না থাকিয়া উমাপতি কক্ষের বাহিরে আসিলেন। রামচরণ তাঁহাকে লইয়া অন্য কক্ষে উপস্থিত হইল। উমাপতি কক্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই শুনিলেন "এস বাবা। বেলা একেবারে গিয়েছে। কিছু মুখে দাও।"

উমাপতি মুখ তুলিয়া দেখিলেন, এক শান্তমূর্ত্তি, স্নেহময়ী

রমণী জননীর ন্যায় যত্নে আহার করাইবার জন্য পথ-শ্রান্ত সন্তানকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন। উমাপতি ভক্তিভরে বর্ষীয়সীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন "এ যে অনেক, মা।"

"অনেক না, বাবা। পেট ভ'রে খাও। সেই ক'ল কখন খেয়েছ, আর সারারাত্রি সারাদিন কিছু খাওনি।"

"কি স্নেহ, কি মমতা!"—ভাবিতে ভাবিতে উমাপতি আহারে বসিলেন।

রমণী জননীর ন্যায় আসন-সমীপে উপবেশন করিয়া উমাপতি যাহাতে পর্য্যাপ্ত আহার করেন তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। উমাপতি ভাবিতে লাগিলেন "আমি কোথায় আসিয়াছি? অপরিচিতকে এতাদৃশ আত্মী-য়ের ন্যায় আদর করিতে ইতঃপূর্ব্বে ত কখনও দেখি নাই!"

আহারান্তে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া উমাপতি দেখিলেন, তাঁহারই শয্যাসাজ লইয়া কে সযত্নে তাঁহার বিশ্রামের জন্য পালঙ্কে শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করিল। এমন সময় রামচরণ তাম্বুলাধারে তাম্বুল লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সহাস্যে উমাপতি বলিলেন "রামচরণ, পান ত আমি খাই না।"

রামচরণ হাসিয়া বলিল "পানও খান না! তবে হরীতকী নিয়ে আসি।"

ভাই ও ভগিনী।

অল্পক্ষণ মধ্যে হরীতকী রাখিয়া রামচরণ চলিয়া গেল। হরীতকী মুখে দিয়া শয্যায় ঈষৎ অবনত হইয়া উপবেশন করিয়া উমাপতি ভাবিতে লাগিলেন "এমন শান্তির মাঝে যদি শান্তি না হয় তাহা হইলে শান্তি আর কোথায় হইবে ?"
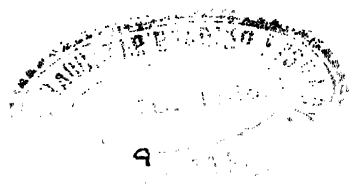
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধাতা উমাপতিকে আনন্দময় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি বিকচকমলমুখে সকলের সহিত মিশিতেন। রবির বিরহে কমলিনীর প্রফুল্ল মুখ মলিন হইতে অনেকে দেখিয়াছেন, চন্দ্রাস্তে কুমুদিনীর বিকসিত বদন মুদ্রিত হইতে অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু কেহ কখনও উমাপতির মুখ মলিন দেখিয়াছেন ইহা মনে করিতে পারেন না। রোগের যাতনার মাঝে ও শোকের কৃষ্ণচ্ছায়া সম্পাতেও উমাপতির মুখের স্নিগ্ধ আলোক কেহ কখনও ম্লান হইতে দেখে নাই। সকলে বলিতেন এমন সুন্দর মুখ কেহ কখনও দেখেন নাই,—উমাপতির মুখে এমনি একটু কিছু ছিল যাহা কথায় ব্যক্ত করা সহজ

হইত না। তিনি যেমন আপনি হাসিয়া সুখী হইতেন তেমনি অপরকে হাসাইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। কাহারও মনে বেদনা লাগিলে তাহার মুখ আঁধার হইবে এই ভয়ে তিনি কখনও কাহাকেও বেদনার কথা বলিতেন না। উমাপতি আঁধার মুখ ভালবাসিতেন না।

কিন্তু হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে হইল দেখিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে জীবনে আর কখনও এমন করিয়া হাসিবেন না, এবং যতদূর সম্ভব কাহারও সহিত আর মিশিবেন না। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কিন্তু একটু বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বভাবের প্রতিকূলে চলিতে হইত। ইহা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিত। তিনি চিরদিন বালকবালিকার সহিত সরল—তরল হাসিখেলা করিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু এক বালিকার সহিত খেলিতে খেলিতে বেদনা পাইয়া তিনি একেবারেই বালকবালিকার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই তাঁহার স্বভাব যে বালক-বালিকার প্রফুল্ল আনন দেখিলেই তাঁহার প্রাণ নিমিষেই বাহির হইয়া তাহাদের প্রাণে মিশিত ও খেলিত। উমাপতি প্রত্যেক বারই সতর্ক হইতেন এইরূপ আর হইতে দিবেন না।

কাশীধামযাত্রার পূর্ব্বেই তিনি মনকে বলিয়াছিলেন যে এই নূতন স্থানে আসিয়া আর নূতন আলাপপরিচয় করিবেন না এবং পুরাতন আলাপপরিচয় বিস্মৃত হইবেন। সেই সঙ্কল্প স্থির রাখিবার জন্য এই বাটীতে আসিয়া তিনি বেশ সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছিলেন। গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী ও ভৃত্য রামচরণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তিনি এই পর্য্যন্ত মিশেন নাই। আজিও তিনি সেই চেষ্টা করিতেছিলেন।

দিবা অবসানপ্রায়। উমাপতির কক্ষ-সংলগ্ন, অনাবৃত অলিন্দে তখন রৌদ্র ছিল না, কিন্তু আলোক ছিল। কোমলালোকোজ্জ্বল সেই উন্মুক্ত অলিন্দে বেতসাসনে উপবিষ্ট হইয়া উমাপতি পথপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। মলের ললিত নিক্কণ শ্রবণ করিয়া তিনি হঠাৎ পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নববিকসিতকুসুমকলিকাতুল্য এক ক্ষুদ্র বালিকা কিসলয়করযুগলে লৌহবেষ্টনী ধারণ করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বালিকার চরণে চারি গাছি মল, পরিধানে কালপাড়, গোলাপী বসন। উমাপতি তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে না করিতেই সে উমাপতির দিকে একটু চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া অন্যদিকে চাহিল। উমাপতি দেখিলেন সুন্দর মুখ, সুন্দর চক্ষু, সুন্দর হাসি।

সেই সারল্য সরলার মুখে যে সারল্য উমাপতিকে সহসা আকর্ষণ করে। পূর্ব্বে হইলে উমাপতির প্রাণ নিমিষেই বালিকার প্রাণে মিশিয়া যাইত। কিন্তু আজি প্রাণ মিশিতে চাহিলেও উমাপতি প্রাণে প্রাণ মিশিতে দিলেন না। তাঁহার অধরপ্রান্তে আসিতে লাগিল "কি খুকুমণি, শোন," কিন্তু তিনি সবলে মুখ বন্ধ রাখিয়া পথের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যদি আলাপ করিয়া আবার বিলাপ করিতে হয়!

অনতিবিলম্বেই একখানি কিসলয়কচি হস্ত আসিয়া আচম্বিতে তাঁহার একখানি হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিল, এবং যাহার সেই কোমল হস্ত সে কচিকণ্ঠে কহিল "তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'ল না কেন?"

তাঁহার স্বভাবসুলভ বিপুল আবেগ বিপুল প্রয়াসে সংরুদ্ধ করিয়া উমাপতি বলিলেন "আমার কথা বল্‌তে নেই।"

গভীর বিস্ময়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

উমাপতি বলিলেন "আমি যে বুড় হয়েছি।"

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল "তুমি ত বুড় হও নি, অমন চেহারা!"

উমাপতি বলিলেন "চেহারা ভাল না।"

বালিকা মুখ মধুর করিয়া বলিল "না! ভাল না!! খুব

ভাল !!! মুখ যেন হাস্‌ছে, চোক যেন জ্বল্‌ছে। উনি বুড় হ'য়েছেন !!"

উমাপতি এখনও বালিকার মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিলেন না। পথপ্রতি চাহিয়াই বলিলেন "না গো, বুড় হ'য়েছি।"

বালিকা মল বাজাইয়া উমাপতির সম্মুখে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

উমাপতি মেঝের দিকে চহিলেন।

বালিকা ক্ষিপ্রগতিতে উভয় হস্তে উমাপতির মুখ ধরিয়া উন্নত করিয়া তুলিল এবং উমাপতির চক্ষুতে চাহিয়া বলিল "আমি সাম্‌নে এলুম্ আর উনি মুখ নীচু কল্লেন! আমার মুখ দেখবে না?"

অপরিচিতা বালিকার অপূর্ব্ব সারল্যে ও অসীম সৌন্দর্য্যে উমাপতির সঙ্কল্প একটু শিথিল হইয়া আসিল। তিনি সরলার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "মুখ দেখ্‌ব না কেন? এই যে দেখ্‌চি।"

"এই যে দেখ্‌চি!" বলিয়া বালিকা অভিমান করিয়া বলিতে লাগিল "আজ তিন দিন তুমি আমাদের বাড়ী এসেছ, এই তিনদিনের মধ্যে তুমি কি আমার দিকে একবারও ফিরে চেয়েছ?"

উমাপতি বলিলেন "হাঁ, চেয়েছি। সেই যেদিন প্রথম আমি তোমাদের এখানে আসি সেদিন সন্ধ্যার সময় যখন আমি বেড়াবার জন্য বেরিয়ে যাই তখন তুমি ঐ উপরে দাঁড়িয়েছিলে!"

বালিকা মুখ ভার করিয়া বলিল "ঐ উপরে দাঁড়িয়েছিলে! দাঁড়িয়েছিলুম দেখেছিলে ত ডাক নি কেন?"

উমাপতি বালিকার অভিমানে মুগ্ধ হইতেছিলেন। তবুও বলিলেন "আমার ডাক্‌তে নেই।"

"কেন ডাক্‌তে নেই?" বলিয়া বালিকা যেন উমাপতিকে তিরস্কার করিল।

তিরস্কৃত হইয়া উমাপতি বলিলেন "আমি যে একা থাক্‌তে ভালবাসি।"

বালিকা অবাক্ হইয়া গেল। সে উমাপতির কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই যেন জিজ্ঞাসা করিল "সে কি? আমি একা থাক্‌তে মোটেই ভালবাসি না। ভোর হলেই মালতীদের বাড়ী চলে যাই। কত ডেকে ডেকে তবে দুপুরে আমাকে দিদি ফিরিয়ে আনে।"

বালিকার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবার একটু সুযোগ পাইয়া উমাপতি বলিলেন "তুমি তোমার দিদির সঙ্গে এখন খেলা করগে।"

ভাই ও ভগিনী।

"দিদির সঙ্গে খেলা করব? তোমার সঙ্গে খেলা করব" বলিয়া বালিকা উমাপতির সম্মুখে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল।

যদি এক বৎসর পূর্ব্বে নয় বৎসরের কোন বালিকা উমাপতির সহিত খেলিবার জন্য এইরূপ জোর করিত তাহা হইলে সহস্র প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত খেলিয়া উমাপতি সারাদিন কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু আজ? এত আদরের আহ্বান,—যাহা উমাপতিকে এক বৎসর পূর্ব্বে পাগল করিত! আজ সেই বালকবালিকার সহিত প্রাণ খুলিয়া খেলিবার আদরের নিমন্ত্রণ উমাপতি উপেক্ষা করিবেন মনে করিলেন এবং বলিলেন "তুমি তোমার দিদির সঙ্গে খেলা করগে। বুড়র সঙ্গে তোমার খেলতে নেই।"

ক্রোধের অভিনয়ে নাসিকা স্ফীত করিয়া, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া বালিকা উমাপতিকে শাসাইয়া উঠিল "দেখ, বার বার বুড় বুড় ব'ল না, বলছি। মিথ্যে কথা বলতে নেই"।

কুপিতা বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য উমাপতি কহিলেন "মিথ্যে কথা বলছি না।"

বর্দ্ধিত-রোষে বালিকা বলিল "মিথ্যে কথা বলছ না?

তবে তোমার চুল অত কাল কেন? বাবার চুলের মত সাদা হয় নি কেন?"

কৈফিয়তের সুরে উমাপতি কহিলেন "এই দু'দিন পরে হ'বে।"

"এই দু'দিন পরে হ'বে? তবে তোমার চোক্ অত জ্বল্ছে কেন?"

উমাপতি পূর্ব্বেও তাঁহার চক্ষুর প্রশংসা বহুবার বহু লোকের মুখে শুনিয়াছেন,—তিনি জানিতেন তাঁহার চক্ষু সুন্দর তবু কি বলিবেন হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন "না, চোক্ ভাল না।"

বালিকা এবার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উমাপতির চক্ষুর অতি নিকটে আনয়ন করিয়া তীরের ন্যায় করিয়া ধরিল এবং কহিল "যদি ভালনা ভালনা ফের বল্‌বে তবে এক খোঁচায় চোক্ গেলে দেব, ব'ল্‌ছি।"

বালিকার এই সরস-মধুর ব্যবহারে উমাপতি হাসিয়া ফেলিলেন।

বালিকা অপচিত ক্রোধে কহিল "এই রকম সব সময় হাস্‌বে। ও রকম পোড়ামুখ ক'রে থাক্‌লে বড় বিশ্রী দেখায়।

ভাই ও ভগিনী।

পার্শ্বের কক্ষ হইতে সেই প্রশান্ত-বদনা, বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিলেন "হাঁ রে মেনকা, দাদাকে পোড়া-মুখ-টুক্ ও সব কি বল্‌ছিস্ ?"

মেনকা জননীর শাসনে বিন্দুমাত্র ভীতা না হইয়া বলিয়া উঠিল "দেখ না মা, কি সুন্দর মুখ কি রকম পুড়িয়ে রোজ এখেনে ব'সে থাকে !"

"দাদাকে কি অমন কথা বলে ?" বলিয়া জননী কন্যাকে ভৎর্সনা করিলেন।

কন্যা কিন্তু মায়ের ভৎর্সনায় বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। সে বলিয়া উঠিল "না, ব'লে না ? ব'ল্‌ব, খুব ক'র্‌ব।"

মাতা পুনরায় কন্যাকে তাড়না করিলেন "কেন ও'কে অমন ক'রে বিরক্ত কচ্ছিস্, মেনু ?"

"বিরক্তি কচ্ছি ? আচ্ছা, আর বিরক্ত ক'রব্ না। কিন্তু এক কথা ব'লে রাখ্‌ছি, মা। আমাদের বাড়ী যে আসে সে প্রথম দিনই আমাকে উপজিয়া ডাকে ও গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে কথা কয়। উনি আজ তিনদিন এসেছেন। আমাকে একবার ডাকেন নি। আমার সঙ্গে কথাও বলেন নি। আমি থাক্‌তে না পেরে আজ সেধে কথা বল্লুম্। তাতেও উনি ভাল ক'রে আলাপ কল্লেন না। আমি কিন্তু এই চলে যাচ্ছি, ডেকে ম'লেও আর

আস্‌ছিনে।” এই বলিয়া মেনকা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

উমাপতি মেনকাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। মেনকা তখন কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার গোলাপী কাপড়ের ক্ষুদ্র অঞ্চলখানি উমাপতির হাতে পড়িল। উমাপতি তাহাই চাপিয়া ধরিলেন। মেনকার জননী হাসিয়া উঠিলেন। মেনকা লৌহবেষ্টনী ধরিয়া অঞ্চল মুক্ত করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে লাগিল।

উমাপতি হাসিয়া বলিলেন “মেনকা, শোন ; রাগ ক’র না।”

“না, রাগ ক’র্‌ব না ?” বলিয়া মেনকা অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল।

উমাপতি মেনকাকে ধরিবার জন্য তাহার অঞ্চল হস্তে রাখিয়া বেষ্টনীর দিকে অগ্রসর হইতেই পার্শ্বের কক্ষের গবাক্ষে তাঁহার চক্ষু দুই ফুল্লেন্দীবরপলাশলোচনে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, বাতায়ন হইতে ফুল্লাধরা কে লজ্জাবনত মুখে দ্রুত সরিয়া গেল। মুখখানি দেখিয়াই উমাপতি বুঝিলেন সে মুখের রাণী যে সে মেনকার কাণ্ড দেখিয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছিল।

অলক্ষিতার মুখে পতিত হইবামাত্রই উমাপতির চক্ষু

আপনা হইতেই মুদ্রিত হইয়া গেল ও তাঁহার শির নত হইয়া পড়িল।

মেনকা তাহার রোষ বিস্মৃত হইয়া হাসিয়া করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল "কেমন? হ'য়েছে ত! আমার মুখ দেখ্‌তে চাইছিলে না, এখন দিদির মুখ দেখে ফেলেছ ত!"

বালিকার বিদ্রূপে উমাপতি নিষ্প্রভ হইলেন দেখিয়া তাঁহাকে সজীব করিবার জন্য মেনকার মাতা বলিলেন "দেখেছে তাই কি? বোনের মুখ দেখ্‌বে না ত কি?"

"বোন? আমি যাই দিদিকে বলিগে যে ও আমাদের ভাই না। ভাই যদি হ'ত তা'হলে আমার সঙ্গে এতদিনে কথা ব'ল্‌ত। দিদি যেন কখনও ওর সঙ্গে কথা না বলে" এই বলিয়া অপ্রতিভ উমাপতির শিথিল হস্ত হইতে হঠাৎ অঞ্চল ছিনিয়া লইয়া মেনকা তাহার মল বাজাইয়া হন্ হন্ করিয়া পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিল।

মেনকার মাতা উমাপতির প্রতি চাহিয়া বলিলেন "মেয়েটা ভারি দুষ্টু।"

ঈষৎ হাসিয়া উমাপতি কহিলেন "ছেলে মানুষ, খেলা কচ্ছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের রাণী প্রকৃতি দেবীর প্রকৃতি অতীব রহস্য-পূর্ণ। তাঁহার বিভবভাণ্ডার বিবিধ সম্পদে সতত পরিপূর্ণ। মানবকে ভোগ করাইবার জন্য তিনি বিচিত্র ফল, পুষ্প, পত্র, সৌরভে রমণীয় ডালা সুসজ্জিত করতঃ স্বীয় কমকরে গ্রহণ করিয়া বিবিধ ভঙ্গিমায় মানবের সম্মুখে মনোহর নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপরায়ণার সৌন্দর্য্যে ও ভোগ্য বস্তুর সৌরভে মুগ্ধ হইয়া ডালা হইতে ঈপ্সিত পদার্থ গ্রহণের জন্য মুগ্ধ মানব যেমন তাহার ব্যাকুল হস্ত প্রসারিত করিতেছে অমনই রঙ্গময়ী দূরে সরিয়া যাইতেছেন এবং বিলাসবিভ্রমে মানবকে পুনরায় আকৃষ্ট করিতেছেন। লোভে লোভে মানুষ আবার অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু যেমন সে নর্ত্তকীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং ডালা ধরি ধরি করিতেছে অমনই নর্ত্তকী নাচিতে নাচিতে পশ্চাৎ সরিয়া যাইতেছেন, মানবের হাতের

ডালা পুনরায় দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষ চাহিয়া দেখে নৃত্যশীলা তেমনি নাচিতেছেন,—মুখে তাঁহার সেই রহস্যের হাসি, হস্তে তাঁহার সেই রসপূর্ণ পদার্থরাজির রমণীয় ডালা। সে পুনরায় লুব্ধচিত্তে অগ্রসর হইতে থাকে, ডালা পুনরায় ধরি ধরি করিয়া ফেলে, কিন্তু ধরিবার কালে এই আশ্চর্য্যময়ী পুনরায় দূরে সরিয়া যান, মানবের প্রয়াস পুনরায় ব্যর্থ হয়। অনন্তকাল এই লীলারহস্য চলিতেছে, অনন্তকাল মানব এই মরীচিকায় মুগ্ধ হইতেছে। মানব যাতনা পাইতেছে তবুও এই মরীচিকার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু যদি কোন বীরহৃদয় প্রকৃতির এই রঙ্গের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ডালার লোভে লুব্ধ না হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে তখন এই দেবীর যে দুর্দ্দশা হয় তাহা অবলোকন করিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। যে তাঁহার নৃত্যে মুগ্ধ হইল না তাহাকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা। নাচিয়া নাচিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ফিরেন, হাসিতে হাসিতে তাহার অঙ্গে ঢলিয়া পড়েন, ডালা চরণে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বরণ করিতে ব্যগ্র হয়েন। যে তাঁহার মুখখানি দেখিবার জন্য পাগল তিনি তাহার সম্মুখে বদন অবগুণ্ঠনাবৃত করেন। যে তাঁহার মুখের যাদু ধরিতে পারিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত

করে তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে আপনার বদনের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন। তাঁহার সম্পদের স্বরূপ অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সেই সম্পদ পরিত্যাগ করে তাহাকে সেই সম্পদ ভোগ করাইবার জন্য এই লীলাময়ী একান্ত আকুল হয়েন।

রবিকরফুল্লকুসুমহৃদয় যুবক তাঁহার নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আদরের দান গ্রহণ করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আসিয়াছিল কিন্তু তাঁহার তাৎকালিক ব্যবহারে পীড়িত হইয়া একেবারে অন্যদিকে চাহিতেছিল। শিকার পলায়নোন্মুখ দেখিয়া তিনি তাঁহার নানাবিধ ছলচাতুরির বাগুরা বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। উমাপতি স্থির করিয়াছিলেন যে, যে নারী হইতে হৃদয়ে আঘাত লাগিল সেই নারী জাতির কাহাকেও তিনি কখনও ভাল বাসিবেন না। পাছে পরিচিত জন-সমাজে অবস্থিতি করিলে তাঁহার এই নবীন সঙ্কল্প অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এই শঙ্কায় তিনি অপরিচিত পুণ্য ভূমিতে আসিয়াছিলেন। নিত্য এতদিন যাহাদের সহিত অকপটে হাসিয়াছেন, খেলিয়াছেন এক্ষণে হঠাৎ তাহাদিগের সহিত হাসিখেলা বন্ধ করিতে পারিবেন কি না এই ভয়ে কুসুমকোমল যুবক পরিচিত স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। অপরিচিত প্রদেশে পরিচিতের প্রিয় মুখ আর নয়নে পতিত

হইবে না, এবং নূতন কাহারও সহিত তিনি আর পরিচয় করিবেন না,—তাহা হইলেই কালে তাঁহার সৌহার্দ্দ্যপ্রবণ হৃদয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিবে, তখন তিনি একপ্রকার নূতন মানুষ হইয়া পুনরায় পরিচিত প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন,—ইহাই উমাপতির স্থির ছিল। এবং এই অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই নূতন আশ্রয়ের কাহারও সহিত ঘনিষ্ট ভাবে না মিশিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন।

এই চেষ্টায় তাঁহার কষ্টও হইতেছিল যথেষ্ট। যাহার হৃদয় ঈশ্বর সুকুমার করিয়া গঠিত করিয়াছেন, যাহার স্বভাবই সহাস্যে সকলের সহিত চিত্তের আদান প্রদান করা, তাহাকে যদি সঙ্কল্প করিয়া গম্ভীর হইতে হয় তাহা হইলে তাহার যে কি প্রকার যাতনা হয় তাহা সেই জানে। অকস্মাৎ কাহারও হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল নয়ন-পথে পতিত হইলেই তাহার আনন্দময় প্রাণ তাহার অজ্ঞাতসারেই সেই হাস্যময় ব্যক্তির প্রাণের সহিত মিশিতে বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু সে ব্যাকুল প্রাণকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে,—সে যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগীই অবগত আছেন। কাহারও মধুর স্বর তাঁহার অকপট হৃদয়ের সৌরভভার বহন করিয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, নিমিষে তাহার প্রাণ সেই অকপট প্রাণের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাহার বিনা অনুমতিতেই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইয়া গেল, কিন্তু এই পাগল প্রাণকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতেই হইবে,—সে যে কি দারুণ সমর তাহা সেই জানে যে সেই সমরে নিযুক্ত হইয়াছে। বারাণসীর এই প্রবাসে আসিয়া উমাপতির সেই বিপদই উপস্থিত হইয়াছে। এই গৃহখানি যেমন সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই গৃহের সকলেরই মন ও মুখ সতত তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গৃহের যিনি কর্ত্তা তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু প্রফুল্লপ্রাণ, প্রসন্নবদন। গৃহে যিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী তিনি বয়সে প্রাচীনা, কিন্তু প্রশান্ত-হৃদয়, প্রোজ্জ্বলবদন। আর রামচরণ,—এইরূপ ভৃত্য উমাপতি ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। দিবারাত্র সে কঠোর পরিশ্রম করিতেছে, অথচ কেহ কখনও তাহার মুখ আঁধার বা শ্রান্তি—ম্লান দেখে নাই। মেনকা ও তাহার দিদি,— তাহাদের হাসি ও আনন্দের কথা, সে শুধু ত্রিদিবের অমূল্য ধন, তাহার তুলনা মর্ত্ত্যের বস্তুতে সম্ভবে না। এত গুলি হাসি-আনন্দ-পূর্ণ প্রাণের আকর্ষণ হইতে আপন প্রীতিপ্রবণ হৃদয়কে দূরে রাখিবার জন্য উমাপতি প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং এই চেষ্টায় দারুণ কষ্টও পাইতেছিলেন।

মেনকার দৌরাত্ম্যে তাঁহার প্রয়াস কিন্তু ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ ব্যর্থ হইয়াছিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মেনকা অভিমানে উমাপতির হস্ত

হইতে তাহার অঞ্চলখানি সজোরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়া গেলে উমাপতি মনে করিয়াছিলেন যে তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বালিকার অভিমান ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবেন না, তাহা হইলেই সে আর তাঁহার নিকট আসিবে না, তিনি তাহার আদরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এই মনন করিতে উমাপতির যে কষ্ট হয় নাই তাহা নহে। বালক-বালিকার সহিত বালকবালিকার ন্যায় সরল প্রাণে খেলা ধূলা করা উমাপতির স্বভাব। আজ অপরিচিতা, অনাহূতা বালিকা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া খেলিবার জন্য হাত ধরিয়াছিল তবুও তাহাকে অনাদরে ফিরাইয়া দিয়াছেন। উমাপতি আদর করিয়া তাহার মানভঞ্জন করিবেন এই আশায় মুগ্ধ হইয়া সে অভিমান ভরে চলিয়া গিয়াছে,—তবুও উমাপতি তাহার অভিমান ভাঙ্গিবার জন্য তাহার অনুসন্ধান করিবেন না। এই সঙ্কল্প করিতে ক্রীড়া-কৌতুক-প্রিয় উমাপতির বিশেষ কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না,—তিনি ত আর রমণীর সহিত হৃদয় আদান-প্রদান করিবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে উমাপতি যখন আপন কক্ষে পালঙ্কে উপবেশন করিয়া গবাক্ষপথে উজ্জ্বল গগন নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন তখন মলের ঝঙ্কারে প্রকোষ্ঠ ঝঙ্কৃত করিয়া মেনকা একটী পানের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল "পান খাবেন্ না! মুখখানা ফ্যাক্ ফ্যাক্ কচ্ছে, পান খাবেন্ না!"

উমাপতি উত্তর করিবার অবসর পাইতে না পাইতেই বালিকা আপন হস্তে একটী পান লইয়া উমাপতির মুখে সজোরে পূরিয়া দিল এবং উমাপতি যাহাতে তাম্বুল ফেলিতে না পারেন তাহার জন্য বালিকা তাহার কিসলয়করপল্লবে উমাপতির মুখ-মণ্ডল আবৃত করিয়া চক্ষু বাঁকাইয়া কৃত্রিম রোষে বলিল "চিবোও, ভাল বল্‌ছি।"

বালিকার সরল হৃদয়ের উজ্জ্বল চাপল্যে উমাপতির গাম্ভীর্য্য দূরে গেল। তিনি বালিকার কর আপনকরে গ্রহণ করিয়া

প্রোজ্জ্বলমুখে কহিলেন "তুমি যদি মুখ চেপে রাখ তা'হ'লে পান চিবোব কি ক'রে?"

সরোষে কটাক্ষ করিয়া বালিকা কহিল "যদি পান আজ না খা'বে ত মুখ চেপে সন্ধ্যে অব্ধি ব'সে থাক্‌ব।"

উমাপতি সহাস্যে বলিলেন "আমি যে পান খাই না।"

ক্রোধে ইতস্ততঃ শির সঞ্চালন করিয়া বালিকা ভর্ৎসনা করিল "দিদি তোমার জন্য কত যত্ন ক'রে পান সেজে দিয়েছে, তুমি যদি না খাও তা' হ'লে কি হ'বে জান?"

হাস্যবিকসিতাধরে সস্নেহে সহৃদয় যুবক সুধাইল "কি হ'বে, মেন্‌কু?"

অভিমানে মুখ ঘুরাইয়া মেনকা কহিল "আর 'মেন্‌কু' ব'ল্‌তে হ'বে না!"

স্নেহমধুর স্বরে যুবক সুধাইল "কেন?"

পূর্ব্বের ন্যায় অভিমানে বালিকা উত্তর করিল "তোমার যা' ভালবাসা তা' বোঝা গেছে!"

সে যাহাকে ভালবাসে তাহার নিকট হইতে ভালবাসা না পাইয়া নবমবর্ষীয়া বালিকা অভিমানে ভালবাসার পাত্রকে বলিতেছে "তোমার যা' ভালবাসা তা' বোঝা গেছে।"

প্রণয়প্রবণহৃদয় যুবক ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহাতে

তাঁহার সঙ্কল্প নষ্ট হইল বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের জয় হইল। তিনি বলিলেন "মেন্‌কু, আমি তোমায় ভালবাসি।"

মুহূর্ত্তে বালিকা ভালবাসার পরীক্ষা করিল,—"আচ্ছা, কেমন ভালবাস, পান খাও দেখি!"

উমাপতির পরাজয় হইল। অভিমানিনীর কোমল প্রাণে আর বেদনা প্রদান করিতে তাঁহার প্রাণ সরিল না, তিনি তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

উমাপতিকে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া বালিকা আহ্লাদে পালঙ্কের শয্যায় মুখ ন্যস্ত করিয়া উমাপতির চক্ষুর প্রতি চাহিয়া বিশেষ বন্ধুত্বের সহিত বলিল "আজ যদি তুমি পান না খেতে তা'হ'লে ভারি খারাপ হ'ত।"

কৌতূহলপরবশ হইয়া উমাপতি কহিলেন "কি খারাপ হ'ত?"

কমল আঁখি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া বালিকা সকল অন্তর ঢালিয়া দিয়া কহিল "দিদি ভারি রাগ করত!"

বিবর্দ্ধিত-কৌতূহলে উমাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন দিদি রাগ ক'ত্তেন?"

সহজ-সরল-কণ্ঠে বালিকা বুঝাইল "রাগ ক'র্‌বে না? সে কত যত্ন ক'রে মাকে ব'লে পান সেজে তোমাকে পাঠিয়ে দিলে, আর তুমি খা'বে না,—এ'তে রাগ হয় না?"

প্রীতিপ্রবণ হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইলে তাহার প্রবাহ

পুনরায় নিরুদ্ধ করা তাদৃশ সহজ হয় না। বালিকার সহিত বিশ্রম্ভালাপে উমাপতির সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাঁহার জন্মগত স্বভাব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার পরিমল-পূর্ণ হৃদয়ের অনুরূপে কহিলেন "তা' আমি খাব কেন ? দিদি ত আর আমাকে পান দিতে আসেন্ নি ?"

এই কথা উমাপতির মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই বালিকা "যাই দিদিকে ধ'রে আনি গে' বলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

"মেন্কু, শোন ; মেন্কু, শোন" বলিয়া উমাপতি হাঁকিতে লাগিলেন।

তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। উমাপতির হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তিনি ভাবিতে লাগিলেন "কি করিলাম ?"

যাহাই করুন, ফলে যাহা ঘটিল তাহা এইরূপ। অল্পক্ষণ পরেই উন্মুক্ত দ্বারপথে মেনকার পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল। সে তখন সংগ্রামনিরতা। তাহার বেণী কবরীচ্যুত হইয়া তাহার পৃষ্ঠ-দেশে কালসর্পের ন্যায় দুলিতেছে। সে হর্ম্ম্যতলে দৃঢ়ভাবে চরণ স্থাপন করিয়া সজোরে একখানি শুভ্র অঞ্চল ধরিয়া প্রাণপণে টানিতেছে। তাহার চরণদ্বয় তাহার সম্মুখে দৃঢ়ন্যস্ত, তাহার মস্তক তাহার পশ্চাতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যদি কোন

প্রকারে মুষ্টিমধ্যগত অঞ্চলাংশ হঠাৎ মুক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে বালিকা প্রস্তরের মেঝেয় সজোরে নিপতিত হইবে এবং শিরে দারুণ আঘাত পাইবে। কিন্তু এই বিপদ-সম্ভাবনার প্রতি তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। সে সবলে অঞ্চল স্বীয় হস্তে বিজড়িত করিতে করিতে প্রাণপণে টানিতেছে।

উমাপতি সহজেই বুঝিলেন, মেনকা তাহার দিদিকে ধরিয়া আনিতেছে। তরুণ যুবক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় বিশেষ অনুনয় করিয়া বলিলেন, "মেন্‌কু, ছেড়ে দাও, লক্ষ্মি!"

বালিকা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলও না। অধিকতর বলের সহিত অঞ্চল টানিয়া বলিল "ছেড়ে দেব? আগে তোমার কাছে এসে কথা ব'ল্‌বে তবে ছেড়ে দেব, নইলে নয়!"

যুবক অধিকতর স্পন্দিত হইয়া বালিকাকে তাহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন, "মেনকু, তোমার কথায় আমি পান খাচ্ছি, আর আমার কথায় তুমি ছেড়ে দেবে না!"

বালিকা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সজোরে অঞ্চল চাপিয়া বলিল, "যে পান সেজেছে সে এসে আগে পানখাওয়া দেখুক, তা'র পর ছেড়ে দেব, নইলে নয়। কেন, পান সাজ্‌লে কেন?"

ভাই ও ভগিনী।

ইতিমধ্যেই মেনকা তাহার বন্দিনীর বসনের কিয়দংশ কাড়িয়া আপন হস্তে জড়াইয়া ফেলিয়াছে।

এমত সময়ে প্রফুল্লাননে মেনকার মাতা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং নিমিষে ব্যাপার বুঝিয়া সহাস্যে বলিলেন "কেন ওকে অমন ক'রে টান্‌ছিস্, মেনি? ছেড়ে দে।"

মেনকা অধিকতর বলের সহিত অঞ্চল আকর্ষণ করিয়া আহতের স্বরে বলিল, "মা, অন্যায় ব'ল্‌ছ কেন?"

মেনকার মাতা বালিকার আর্ত্তস্বরে অধিকতর হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কি অন্যায় ব'ল্‌ছি, মা?"

আর্ত্তস্বরেই মেনকা উত্তর করিল "কিঅন্যায় ব'ল্‌ছ? দিদি পান সেজেছে। যে কখনও পান খায় না তা'কে আমি দিদির নাম ক'রে পান খাইয়েছি। সে বল্‌ছে "দিদি ত আর পান দিতে আসেন্ নি।" আমি দিদিকে ধ'রে আন্‌ছি। তুমি ছেড়ে দিতে ব'ল্‌ছ। অন্যায় ব'ল্‌ছ না?"

মেনকার মাতা কন্যার ন্যায়-শাস্ত্রের জ্ঞান দেখিয়া হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রসন্ন হাস্যে কক্ষদ্বার বিকসিত করিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কহিলেন "তা মা এখন দাঁড়িয়ে থাম্‌লে কি হ'বে? আদর ক'রে পান সেজেছ, এখন মেনি ছাড়্‌বে কেন?"

উমাপতি এতক্ষণ অপ্রতিভের ন্যায় পালঙ্কে বসিয়াছিলেন।

এক্ষণে বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার আশায় বলিলেন, "মা, মেনকার সঙ্গে ছেলেমানুষি ক'রে আমি ও কথা বলেছি। মেনকা অনর্থক ওঁকে বিব্রত কচ্ছে।"

দলিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় নবমবর্ষীয়া গর্জ্জিয়া উঠিল "মা'তে আমাতে কথা হ'চ্ছে। তুমি এর ভেতর কথা বলনা, বল্‌ছি।"

গত্যন্তর নাই বুঝিয়া মেনকার জননী বলিলেন, "তুই ওকে ছেড়ে দে, মেনি। ও আপনিই যেয়ে ওর দাদাকে প্রণাম করছে।

মেনকা স্ব—হস্ত—বিজড়িত বসনাংশ প্রদর্শিত করিয়া বলিল, "মা, ঠিক ব'ল্‌ছ ত ? এই দেখ আমি কতটা আঁচল কেড়ে নিয়েছি, আর এক টান দিলেই ওঁকে ঘরে আস্‌তে হ'বে।

জননী বলিলেন "ঠিক বল্‌ছি।"

কন্যা বলিল "আমি তোমার কথায় এতটা কাপড় ছেড়ে দিচ্ছি। যদি দিদি পালিয়ে যায় তা'হ'লে কিন্তু তা'কে ধ'রে এনে এখানে দিতে হ'বে, ও আমার হাতে এতখানি আঁচল কেড়ে দিতে হ'বে।"

কন্যার নির্ব্বন্ধে স্নেহময়ী জননী হাসিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন "তাই দেব। তুই ওকে ছাড়্ দেখি।"

মেনকা তাহার দিদির মুখে শাসনের দৃষ্টিপাত করিয়া

ধীরে ধীরে অঞ্চল আপন হস্ত হইতে উন্মুক্ত করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "যদি পালিয়ে যাস্ তা'হলে মা ধ'রে আন্‌বে। মজা টের পা'বি। আস্‌বি না ত পান সেজেছিলি কেন?

মেনকার মাতা পুনরপি হাসিয়া বলিলেন "যাবে না ত কি? দাদাকে প্রণাম কর্‌বে না?"

মেনকা বসন ত্যাগ করিল।

মেনকার মাতা সাদরকণ্ঠে দ্বারপার্শ্ববর্ত্তিনী, বিব্রতা দুহিতাকে বলিলেন "তোমার দাদাকে প্রণাম ক'ত্তে যাও ত, মা।"

মেনকা দ্বারপথ ত্যাগ করিয়া দ্বার-পার্শ্বেই দণ্ডায়মান হইল, ভয়—যে আসিবে সে যদি না আসিয়া পলাইয়া যায়।

উমাপতির হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুত গতিতেই চলিতে আরম্ভ করিল।

জননী কর্ত্তৃক সাদরে অনুরুদ্ধা হইয়াও দুহিতা মুক্তদ্বারান্তরাল পরিত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য জননী স্বয়ং হাস্যমুখে কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তস্বরে বলিলেন "এস সরযু, তোমার দাদাকে প্রণাম কর।"

অনবগুণ্ঠিতা, চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা কিশোরী অনাবৃত মস্তকে

উন্মুক্তদ্বারপথে মন্থর-গতিতে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে কুণ্ঠিত ভাবে প্রবেশ করিল।

মেনকার মাতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেই তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমবশে সুশীল যুবক পর্য্যঙ্কপরিত্যাগ-পূর্ব্বক কক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মুক্তদ্বারে সরযূ উপস্থিত হইবামাত্রই তাঁহার দৃষ্টি কিশোরীর মুখকমলে নিপতিত হইল। সেই মুখে দৃষ্টিপতনমাত্রই উমাপতির হৃদয় পলকে নির্ম্মল, সরল, সরস, মধুর ও উজ্জ্বল হইয়া গেল। এক পবিত্র ভাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বসন্ত-প্রভাতে বিজন বনপথে একাকী চলিতে চলিতে তরুশাখাবিলম্বিতা, ধীরসমীর-সঞ্চালিতা বনমল্লিকার বালার্ককরোজ্জ্বল, সদ্যোবিকশিত, অম্লান কোরক হঠাৎ নয়নপথে নিপতিত হইলে মুহূর্ত্তেই যেমন পথিক প্রফুল্ল হইয়া উঠে কিশোরীর মুখমণ্ডলে উমাপতির নয়ন নিপতিত হইবামাত্রই তাঁহার হৃদয় তেমনি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুই একখানি মুখ ঈশ্বর এমনই করিয়া রচনা করেন যাহার দৃষ্টি-মাত্রই হৃদয়ের সকল সন্তাপ দূর হইয়া যায়, হৃদয় অকস্মাৎ পুলকিত হয়, যাহার দর্শনেই অন্তরে ত্রিদিবের মাধুর্য্য বিচ্ছুরিত হয়। সে মুখের কি গুণ তাহা বিচারের পূর্ব্বেই এমনি শক্তি তাহার প্রকট হইয়া যায়। এই প্রভাব ললাটের, কি বঙ্কিম ভ্রূযুগলের, কি আয়ত লোচনের, কি

ভাই ও ভগিনী।

স্থঠাম নাসিকার, কি গোলাপী গণ্ডের, কি মধুর অধরের, কি ইন্দ্রজালময় চিবুকের,—তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বেই মুখখানি তাহার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দ্রষ্টার হৃদয়ে অননুভূত রসের সঞ্চার করে। এই প্রভাবের কারণ বাহির করিবার জন্য মুখখানির প্রত্যেক অংশের পৃথক আলোচনা কর, কোন অংশেই কারণের পূর্ণ সন্ধান মিলিবে না। কর্ণমূল হইতে কর্ণমূলান্তর পর্য্যন্ত সেই নাতিপ্রশস্ত, নাতিক্ষুদ্র, সুগঠিত ললাটফলক অনুসন্ধান কর; দেখিবে, ললাট সুন্দর বটে, কিন্তু সেই ললাটলালিত্যে সেই শক্তির সন্ধান পাইবে না। সেই কৃষ্ণ, সুবঙ্কিম, মন্মথের পুষ্পচাপ তুল্য ভ্রূযুগল সযত্নে নিরীক্ষণ কর; বুঝিবে, ভ্রূযুগ্ম মনোজ্ঞ বটে, কিন্তু সেই ভ্রূভঙ্গিমায় সেই অব্যক্ত শক্তির সম্যক্ পরিচয় পাইবে না। সেই আকর্ণবিস্তৃত, শ্বেতলোহিতকান্তি, কৃষ্ণতার, লোল নয়নের প্রতি অনিমিষে চাহিয়া থাক; দেখিবে, নির্ম্মল গগনের ন্যায় সেই নির্ম্মল নয়নে পলকে পলকে ভাবান্তর হইতেছে বটে, কিন্তু সেই লোচনমাধুর্য্যে সেই মুখমাধুর্য্যের পূর্ণ সন্ধান পাইবে না। সেই সূক্ষ্মাগ্র, ঈষদুচ্চমধ্য, সুরচিত, বাঁশরীসম নাসিকার প্রতি অংশে চক্ষু স্থির করিয়া দীর্ঘকাল অনুসন্ধান কর; বুঝিবে, নাসিকার গৌরব আছে বটে, কিন্তু সেই গৌরবে সেই শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইবে না। সেই অচিরপ্রস্ফুটিত-

ভাই ও ভগিনী।

গোলাপকান্তি গণ্ডদ্বয়ে দৃষ্টিপাত কর,—একবার একদেশ সন্দর্শন কর, আবার অন্যগণ্ড অবলোকন কর; বুঝিবে, কপোল কমনীয় বটে, কিন্তু সেই গোলাপ গণ্ডে সেই মুখের নির্ব্বাক শক্তির পরিচয় পাইবে না। সেই পরিপূর্ণপরিমল, রক্তবিম্বাধর পাতি পাতি করিয়া পরীক্ষা কর; বলিবে, অধর মনোহর বটে, কিন্তু বলিতে পারিবে না সেই অধরের সুষমায় সেই মুখের সঞ্জীবনী-শক্তি নিহিত কি না। সেই চিবুক,—যাহা দেখিলেই সাদরে স্বকরে গ্রহণ করিয়া সোহাগ করিতে ইচ্ছা হয়,—দূরে দণ্ডায়মান হইয়া ধীরভাবে তাহার গঠন নিরীক্ষণ কর, তাহার রূপ সন্দর্শন কর; বুঝিবে, চিবুক-রচনায় রচয়িতার রচনা-শক্তির পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই চিবুকের সুষমায়ও সেই মুখখানির মোহিনী শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বিফলপ্রয়াস হইয়া বিচার পরিত্যাগ কর, অদূরে দাঁড়াইয়া মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, পলকে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, বিচারে আর ইচ্ছা হইবে না, নিয়তই দেখিতে চাহিবে। দীর্ঘ, যুগযুগান্তরের কুহেলিকাবরণ ভেদ করিয়া সেই মুখের সেই ছবি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠে আর বার্দ্ধক্যেও কৈশোরের সরসতা ফিরাইয়া আনে। একবার দেখিলে সে মুখমণ্ডল আর বিস্মৃত হওয়া যায় না। অক্ষরে সে মুখের সে লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রিত করা যায় না,

ভাই ও ভগিনী।

চিত্রকরের মোহন তুলিকায় সে সৌন্দর্য্য চিত্রিত হয় না, ভাস্করের যাদুমন্ত্রে সে কান্তি মর্ম্মরে বিকসিত হয় না ; কেবল-মাত্র কোন কোন কিশোরীর কিসলয়মুখে ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর সেই যাদু ছড়াইয়া দিয়া আপন শক্তির লীলা প্রদর্শন করেন। সে রূপের বর্ণনা কাব্যে পাঠ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না, সৃষ্টির দ্বিতীয়স্রষ্টা চিত্রকরের চিত্রের রূপ অবলোকন করিয়া সে রূপের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, ভাস্করের অমর-কীর্ত্তি কোন মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত রূপের ধ্যান করিয়াও সে রূপের স্বরূপ অনুমান করা যায় না। ভাগ্যবশে যদি কখনও সেই মুখের রাণী কোন কিশোরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে সেই রূপের প্রভাব অনুভব করা যায়।

ধীরপদক্ষেপে যে কিশোরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহার মুখমণ্ডলে সেই অব্যক্ত, অবর্ণনীয় শোভা বিরাজ-মান। সেই শোভায় নেত্র পতিত হইতে না হইতেই উমাপ-তির হৃদয়পদ্ম বিকসিত হইয়া গেল। প্রভাত সূর্য্যের কিরণ-স্পর্শে সরসী-সলিলে সরোরুহ প্রস্ফুটিত হইলেই তাহার প্রাণের সৌরভ যেমন তৎক্ষণাৎ যাহার স্পর্শে প্রাণ বিকশিত হইল তাহার সহিত মিলিতে উড়িয়া যায় তেমনি সরযূর সৌন্দর্য্য স্পর্শে উমাপতির হৃদয়-কুবলয় উন্মুক্ত হইলেই সেই হৃদয়ের সৌরভ যাহার স্পর্শে সেই হৃদয় প্রস্ফুটিত হইল তাহার সহিত মিলিত

হইবার জন্য “এস সরযূ”—শব্দে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া গেল।

কি মধুর সেই সরলতাপরিপূর্ণ, স্নেহকোমল, কমনীয় কণ্ঠ-স্বর! ইতঃপূর্ব্বে সেই চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা ত এমন কণ্ঠ আর কখনও শুনে নাই, তাহার বৃদ্ধা জননীও তাঁহার এই দীর্ঘ জীবনে আর কখনও এরূপ স্বর শ্রবণ করেন নাই।

কেহ কেহ বীণার সুরের সহিত মধুর কণ্ঠস্বরের তুলনা করিয়া থাকেন। গভীর রজনীতে ওস্তাদের হস্তে যখন বীণা বাজিতে থাকে তখন তাহার সুর সত্যই মধুর। কখন উচ্চে, কখন নিম্নে, কখন কোমলে, কখন মধুরে, কভু দ্রুত, কভু ধীরে, কভু হাসিয়া, কভু কাঁদিয়া, কভু অস্ফুটে, কভু পরি-স্ফুটে,—বীণা যখন আলাপ করিতে থাকে তখন সেই আলাপ শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতে হয় সত্য, কিন্তু দুই একজন নর নারীর কণ্ঠে সুরেশ্বর এরূপ সম্মোহন সুর সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে যখন সেই কণ্ঠ তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রামে বাজিয়া উঠে তখন তাহার মাধুর্য্যের নিকট বীণার মাধুর্য্য পরাজিত হয়। উমাপ-তির কণ্ঠে সুরেশ্বর সেই সুর সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। যখন তাহার কণ্ঠ সেই সুরে “এস সরযূ” বলিয়া বাজিয়া উঠিল তখন কিশোরীর প্রাণ গলিয়া গেল, সে বিগলিত প্রাণে এই স্বরের স্বামীর চরণে শির অবনত করিয়া প্রণাম করিল।

অমন মুখ যে সুন্দরীর সে আসিয়া চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা প্রদান করিতেছে। কি করিলে এই পূজার যোগ্য ফল প্রদান করা হইবেক তাহা স্থির করিতে না পারিয়া উমাপতি সেই পুষ্পময়ীর কমকর স্বীয় করে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সাদরে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন।

সরযূ জীবনে কখনও এরূপ আনন্দ অনুভব করে নাই। যাহার আদরে তাহার এত আনন্দ তাহাকে দেখিবার জন্য সে মুখ তুলিল, কিন্তু সে মুখে চাহিতে তাহার নয়ন-পল্লব ভাঙ্গিয়া আসিল। সেই মুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্য সে আবার নয়ন উন্মীলিত করিল, কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবার প্রয়াসেই আঁখি পুনরায় নিম্নদৃষ্টি হইয়া পড়িল। বালিকা আবার নয়নপল্লব তুলিল, আবার পল্লব ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুখ সে দেখিল,—কিন্তু সে ছায়া—ছায়া ; কটাক্ষে নহে,—কারণ কটাক্ষ সে নয়নে এখনও ফুটে নাই, কেবল ফুটি ফুটি করিতেছে। সে নয়নে এখনও বালিকার ভাব বিরাজমান, কিন্তু সেই সঙ্গে লজ্জা আসিয়া কেবল মিশ্রিত হইতেছে। বাল্যের সরলতা নয়নপল্লব উন্মীলিত করে, আসন্ন যৌবনের লজ্জা আসিয়া পল্লব মুদ্রিত করিয়া ফেলে। প্রাণ দেখিতে চাহে, মন দেখিতে দেয় না। নয়নের সেই সারল্য ও লাজজড়িত ভাব, তাহার সেই লোল দৃষ্টি, তাহার সেই পরিপূর্ণ

ভাই ও ভগিনী।

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য,—সে এক বিশেষ অমূল্য সম্পদ। বিধাতা সেই অমূল্য সম্পদে কিশোরীকে সম্পন্না করিয়াছিলেন। সে সেই আধমুকুলিত-আধবিকসিত নয়নে উমাপতির মুখের দিকে চাহিতে চাহিল; সেই দৃষ্টিপ্রয়াসে মুখমণ্ডলের শোভা অধিকতর প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

উমাপতিও সরযূর মুখের প্রতি চাহিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।

মেনকা জননীর নিকট হইতে এতক্ষণে সরিয়া আসিয়া তাহার দিদির চক্ষুর প্রতি জয়োল্লাসপ্রদীপ্ত নয়নে চাহিয়া বিশেষ তৃপ্তির সহিত বলিল "কেমন, আস্‌তে হ'ল ত?"

কনিষ্ঠার কথায় জ্যেষ্ঠা হাসিয়া ফেলিলেন।

সরযূর মাতা বলিলেন "আস্‌বে না কেন? তুই যখন আবার তোর দিদির মত বড় হ'বি তখন তোরও আবার আস্‌তে লজ্জা হ'বে।"

মেনকা মায়ের মুখে স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল "কখনও না।"

কন্যার ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া জননী হাসিয়া কহিলেন "আচ্ছা, সে তখন দেখা যা'বে। এখন তোরা চ'লে আয়। তোর দাদা একটু বিশ্রাম করুক।"

ভাই ও ভগিনী।

জননীর মুখ হইতে উক্ত কথা নির্গত হইলেই সরযূ তাহার মায়ের নিকট চলিয়া আসিলেন।

মা ও মেয়ে কক্ষের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলে মেনকা উমাপতির কর্ণমূলে মুখ লইয়া বলিল "দিদি মা'কে কি ব'লে শুনে এখনি আস্‌ছি।"

সকলে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিলে উমাপতি মুক্তদ্বার প্রতি চাহিয়া পালঙ্কে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে ছিলেন তাহা কে বলিবে? তবে যাহা ভাবিতেছিলেন তাহা যে চিরদিনের জন্য নারীজাতিকে ভাল না বাসিবার ভাবনা নহে তাহা তাঁহার তাৎকালিক মুখশ্রী দেখিলেই অনুমান করা সুকঠিন হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিবাবসানের অধিক বিলম্ব ছিল না। অস্তাচলচূড়াবলম্বী দিবাকরের রশ্মিরেখা তখন ধরাতল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া অপরাহ্ণানিলবিধূত অশ্বত্থশীর্ষপত্রে নৃত্য করিতেছিল। নিত্যই উমাপতি এমনই সময়ে সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য একাকী বাহিরে গমন করেন এবং একাকী সারা সন্ধ্যা জাহ্নবীতটে বা দেবমন্দির সমীপে অতিবাহিত করেন। কোন কোন দিন প্রশস্ত পথ ধরিয়া দূর প্রান্তরে চলিয়া যা'ন। শেষে রাত্রি অধিক হইলে চতুর্দ্দিক যখন একপ্রকার নিস্তব্ধ হইয়া আইসে তখন একাকী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উমাপতি সাধারণ যুবকের ন্যায় সহচরসমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন না।

আজিও সেইরূপ বাহিরে যাইবার জন্য কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতরণের সোপানশ্রেণীর

ভাই ও ভগিনী।

প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিয়াই উমাপতি হঠাৎ গাত্রবস্ত্রে আকর্ষণ অনুভব করিলেন এবং পশ্চাতে চাহিতেই দেখিলেন অন্তঃপুর হইতে এই সোপানাবলি প্রবেশের যে পথ সেইপথে মেনকা, এবং সেই বামকরে তাঁহার বস্ত্রান্ত গ্রহণ করিয়া গম্ভীরমুখে দ্বারদেশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে।

উমাপতি বিস্ময়ে হাসিয়া বলিলেন "কে ? মেনকা !"

শ্লেষ-গর্ভ গাম্ভীর্য্যের স্বরে ক্ষুদ্র বালিকা কহিল, "দেখ্‌তে পেয়েছ ?"

সরস-কণ্ঠে উমাপতি কহিলেন "দেখ্‌তে পাই নি !"

বিবর্দ্ধিত-শ্লেষে বালিকা কহিল "এই পথে যখন চ'লে যাচ্ছিলে তখন ত দেখ্‌তে পাও নি !"

অপরাধীর ন্যায় উমাপতি কৈফিয়ৎ দিলেন "আমি যে আপন মনে যাচ্ছিলাম তাই তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি।"

গভীর গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রাচীনার ন্যায় বালিকা কহিল "আপন মনে যাচ্ছিলে ; তা, আপন মনে যাও না।"

বিপন্নের ন্যায় উমাপতি কহিলেন "তুমি যে ধ'রে রেখেছ, যা'ব কি ক'রে ?"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া বালিকা জিজ্ঞাসিল "কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে ?"

হাসিয়া উমাপতি কহিলেন "বেড়াতে।"

ভাই ও ভগিনী।

ঈষৎ মস্তক সঞ্চালিত করিয়া বালিকা প্রশ্ন করিল "রোজই এম্‌নি সময়ে বেড়াতে যাও ?"

সরলকণ্ঠে উমাপতি কহিলেন "হাঁ।"

ক্ষুব্ধস্বরে বালিকা কহিল "আমায় নিয়ে যাও না কেন ?"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যুবক বলিল "তোমায়—নিয়ে।"

গম্ভীর ভাবে বালিকা কহিল "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমায় নিয়ে।"

উমাপতি সরলা বালিকাকে কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন "আমার যে ফির্‌তে রা'ত হয়।"

স্থির-কণ্ঠে বালিকা বলিল "তা হ'ক্‌ না।"

বিপন্ন হইয়া উমাপতি অন্য কারণ উত্থাপিত করিলেন "তোমার পথে ঘুম আস্‌বে।"

ক্রুদ্ধা হইয়া বালিকা গর্জ্জিয়া উঠিল "আমি কচি খুকী কি না তাই সন্ধে না হ'তে পথে ঘাটে আমি ঘুমিয়ে পড়্‌ব !"

নয় বৎসরের বালিকা বলিতেছে সে কচি খুকী নহে,—উমাপতি হাসিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন "আচ্ছা, একদিন তোমায় নিয়ে যা'ব।"

বালিকা ব্যঙ্গ করিল "কি মায়া গো ! "এক দিন" নিয়ে যাবে !"

বালিকার ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিয়াই হউক আর না পারিয়াই হউক উমাপতি বলিলেন "হাঁ, এক দিন নিয়ে যা'ব।"

প্রভুত্বের কণ্ঠে বালিকা হাঁকিল "আজই নিয়ে যেতে হ'বে।"

মিনতি করিয়া যুবক কহিল "আর এক দিন নিয়ে যা'ব।"

"আজ আমি সেজে গুজে ব'সে আছি, আর উনি আর একদিন নিয়ে যাবেন! দেখি, আজ আমায় না নিয়ে যাও কেমন ক'রে।" এই বলিয়া বালিকা উমাপতির বস্ত্র অধিকতর দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল।

মেনকার তর্জ্জন-গর্জ্জন-শব্দে মেনকার দিদি সেই স্থানে আসিয়া দেখিলেন মেনকা মাঝের দরজায় বসিয়া পা দোলাইতেছে আর উমাপতি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, মেনকা তাঁহার কাপড় ধরিয়া রাখিয়াছে। এই দৃশ্যে সরযূ হাসিয়া ফেলিলেন।

সেই প্রথম সাক্ষাতের পরে ও আজিকার এই সাক্ষাতের পূর্ব্বে সরযূর সহিত উমাপতির আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। পুনঃ পুনঃ সাক্ষাতের ফলে সরযূর সেই প্রথম দর্শনের প্রবল লজ্জা এক প্রকার দূর হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি উমাপতির মুখের প্রতি চাহিয়া অসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতে পারেন। আজ উমাপতির এই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি হাস্যস্ফুরিতাধরে বলিলেন "মেনি, তুই দাদাকে অমন ক'রে ধ'রে রেখেছিস্ কেন?"

ভাই ও ভগিনী

কুপিতা ফণিনীর ন্যায় দিদির প্রতি ফণা তুলিয়া নবম বর্ষের ফণিনী ফোঁস্ করিয়া উঠিল "আমাকে নিয়ে যায় না কেন ?"

সহাস্যে সরযূ সুধাইলেন "কোথায় ?"

তেমনি ফোঁস্ করিয়া বালিকা উত্তর দিল "বেড়াতে।"

সেই প্রভাতপ্রস্ফুটিত, সরসীশোভা, শতদলের ন্যায় মুখারবিন্দ প্রতি চাহিয়া উমাপতি কহিলেন "একদিন নিয়ে যা'ব বলেছি তবুও ছেড়ে দিচ্ছে না, সরযূ!"

সরযূর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মেনকা তাহাকে ভৎ-সনা করিয়া উঠিল, "দিদি, তুই যে নিত্যি বলিস্ 'দাদা বড় ভাল লোক!' কি রকম ভাললোক, একবার দেখ্,— আমি মায়ের হাতে পায়ে ধ'রে গোলাপী কাপড়খানা বের ক'রে নিয়ে বেড়াতে যা'ব ব'লে প'রে ব'সে আছি, আর উনি বল্‌ছেন আর একদিন নিয়ে যাবেন!"

কনিষ্ঠা ভগিনীর ভাবে হাসিয়া সরযূ বলিলেন "তা যা'স্ না আর একদিন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, মুখ ঘুরাইয়া মেনকা কহিল "দিদি, অমন করিস্ নে, ব'ল্‌ছি!"

সহোদরার অভিমানে আহ্লাদিত হইয়া দিদি বলিলেন "কি রকম কচ্ছি, মেনি?"

সরোষে বালিকা কহিল "যখনই দাদার সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলে তখনই তুই দাদার পক্ষ নিস্!"

সুধাময়ী সরযূ সতত তাঁহার পক্ষপাতিনী ইহা এই প্রথম জানিয়া উমাপতির হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি সাদরে সরযূর মুখের প্রতি চাহিলেন।

মেনকার আকস্মিক আক্রমণে এবং উমাপতির সস্নেহ দৃষ্টি-পাতে কথঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া, সরযূ মেনকার কথার উত্তরে কি বলিবেন তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করিতে না পারিয়া, বলিয়া ফেলিলেন "পক্ষ নি? বেশ করি।"

বর্দ্ধিত-রোষে বালভুজঙ্গী গর্জ্জিল "বেশ করিস্? বেশ করা তোর আমি বের কচ্ছি। কি বল্‌ব যে এখন আমি কাপড় ছেড়ে যেতে পাচ্ছিনে। আচ্ছা, আগে এঁর বেড়ান বের করি, তার পর তোর বেশ করা বের কচ্ছি।"

মেনকার এই উভয়-সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া উমাপতি ও সরযূ উভয়েই উচ্ছ্বাসে হাসিয়া ফেলিলেন।

অভিমানে মেনকা কাঁদিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া উমাপতি সাদরে বলিলেন "আর ঝগড়া করিস্ নে, মেনকু। চল্, তোকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

নিমিষে সে মুখের মেঘ সরিয়া গেল—আহ্লাদ-সূর্য্যের হাসির আলোক ফুটিয়া উঠিল। মেনকা উমাপতির হাতধরিয়া দাঁড়াইল।

ভাই ও ভগিনী।

সারল্যরূপিণী, হাস্যময়ী সরযূর নিকট হইতে বিনাবাক্যে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইতে উমাপতির প্রাণ উঠিল না। সস্নেহে তিনি বলিলেন "মেনকাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি, সরযূ!" কণ্ঠস্বরে সুধা বর্ষণ করিতেছিল।

তেমনই অমৃতময় কণ্ঠে কলকণ্ঠী গাহিল "শীঘ্র এস, দাদা।"

প্রীতিপূর্ণ, তুষ্ট নয়নে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া "দিদির যাওয়া হ'ল না" বলিতে বলিতে মেনকা উমাপতির হাত ধরিয়া সোপান বহিয়া নিম্নে চলিয়া গেল।

কি জানি কি ভাবিয়া সদর রাস্তায় নামিয়া উমাপতি পশ্চাৎ ফিরিয়া বাটীর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন তাঁহারই প্রকোষ্ঠের উন্মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া সরযূ তাঁহাকে ও মেনকাকে দেখিতেছে।

সরযূও ঠিক মেনকার ন্যায় ঐ পূর্ণশশধরসম যুবকের চম্পকাঙ্গুলি স্বীয় করে গ্রহণ করিয়া অমনই করিয়া উন্মুক্ত গগনতলে ভ্রমণ করিতে চাহেন? কে বলিতে পারে, কিশোরীর প্রাণে কোন্ ভাবের তরঙ্গ খেলা করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রহরেক অতীত হইয়াছিল। প্রাতঃসৌরকরাশ্লিষ্টা বারাণসী যৌবনজ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছিল। প্রভাত সমীরণ এক্ষণে আর তাদৃশ হিমজড়িত নহে যাদৃশ হিমজড়িত হইলে তাহার স্পর্শে দেহ সঙ্কুচিত হয়, আবরণ অভিলাষ করে। দিবাকর এখনও তাদৃশ প্রখর হয়েন নাই যাদৃশ প্রখর হইলে রশ্মিজাল সন্তাপজনক হয়, দেহ আতপত্রের আশ্রয় ইচ্ছা করে।

পুণ্যভূমির প্রশস্ত পথ বাহিয়া জনস্রোত চলিয়াছে, কেহ পূতসলিলা ভাগীরথী স্নানে পবিত্র হইতে যাইতেছেন, কেহ স্নান, আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া প্রফুল্লমুখে দেবদেবী দর্শন ও পূজা করিয়া ফিরিতেছেন। পুরুষ ও রমণী অসঙ্কোচে এক পথ ধরিয়া পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আপন উল্লাসে চলিয়াছেন।

মনে কোনও মলিনতা নাই, তাই বাহিরে কোন দ্বিধা, সঙ্কোচ নাই।

এমনই আনন্দপরিপ্লাবিত প্রভাতে উমাপতি গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে বাহির হইয়াছেন। স্বর্ণকান্তি সূর্য্যকিরণ তিনি ভালবাসেন। নাতিশীতোষ্ণ সমীরণ-স্পর্শ তাঁহাকে প্রফুল্লতা প্রদান করে। সরলহাস্য-বিকসিত মনুষ্য-মুখের স্বর্গীয় শোভা তাঁহার প্রাণে পবিত্রতা আনয়ন করে। বারাণসীর পুণ্যকাহিনীতে তাঁহার প্রাণ বহুদিন হইতে স্পন্দিত। আজি এই মধুময় প্রভাতে বারাণসীর দশাশ্বমেধের পথে তিনি ধীরপদ-বিক্ষেপে গমন করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ অনাবৃত। সুগঠিত মস্তকে ভ্রমরকৃষ্ণ, সুচিক্কণ কেশরাশি সমুজ্জ্বল-সূর্য্যকর-সম্প্রতিঘাতে মনোমোহন চাকচিক্য ধারণ করিয়াছে। প্রশস্ত, উন্নত, স্বপ্নময় ললাটে, সূক্ষ্ম-সুকৃষ্ণ-পক্ষ্মরাজি-সুশোভিত ভ্রূধনুতে, ঈষন্মধ্যোন্নত, ভাবপরিপূর্ণ, দীর্ঘ নাসিকায়, সুরচিত, সুগৌর গণ্ডদেশে এবং ত্রিদিবস্বপ্নবিজড়িত লোচনযুগলে সেই মদির প্রভাতের দ্যুতিকর বালার্ককিরণ প্রতিফলিত হইয়া যে মদনমোহন শ্রী রচনা করিয়াছে সেই শ্রী যাহারই নয়নপথে পতিত হইতেছে সেই অতৃপ্তনয়নে সেই অলোকসামান্য যৌবনশ্রী অবলোকন করিতেছে। সেই সুবলিত, সুগোল, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ বাহু, সেই ঈষৎ-রক্তাভ, বিশাল বক্ষ, সেই ক্ষীণ কটি-দেশ দেখিয়া

সকলেরই মনে হইতেছে বিধাতা যাহাকে এতাদৃশ সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন সে যেন এই সোণার অঙ্গ বসনাবৃত না করে। ধূলিবহুল পথের ধূলায় পদদ্বয় ঈষৎ আবৃত হইলেও সেই আবরণ এখনও সেই পদশোভা একেবারে আবৃত করিতে পারে নাই। এতাদৃশ সুপুরুষ যুবক আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাতঃকালীন স্বভাবের শোভা দেখিতে দেখিতে এবং বারাণসীর অতীত গৌরবগাথা ভাবিতে ভাবিতে পথ আলোকিত করিয়া চলিতেছেন।

প্রোজ্জ্বল প্রভাতের রূপসাগরে আপন রূপলহরী মিশ্রিত করিয়া উমাপতি যখন দশাশ্বমেধের পথে চলিতেছেন তখন অকস্মাৎ কে আসিয়া তাঁহার করপল্লব সজোরে চাপিয়া ধরিল। করগ্রহণকারী কে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উমাপতি অধোদৃষ্টি হইতেই দেখিলেন যে মেনকা তাঁহার মুখ-প্রতি পুলকপূর্ণ নয়নে চাহিয়া হাসিতেছে। উমাপতির দৃষ্টি মেনকার দৃষ্টিতে মিলিত হইতে না হইতেই বালিকা সাদরে বলিয়া উঠিল "আপন মনে যাওয়া হ'চ্ছে,—আমাদের দেখ্‌তে পাও না?"

উমাপতি সত্যই নিজমনে যাইতেছিলেন। তিনি বালিকাকে দেখিতে পান নাই। মেনকার সাদর ভর্ৎসনায় তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বালিকার ন্যায় হাসিয়া বলিলেন "কেন দেখ্‌তে পাব না, মেনকা?"

ভাই ও ভগিনী।

অভিমানপূর্ণ স্বরে বালিকা কহিল "ছাই পাও। আমি তোমাকে না ধ'র্ত্তে তুমি ত আমাকে ধ'র্ত্তে পার নি!"

এই ক্ষুদ্র বালিকাটির সহিত তর্কে উমাপতি নিত্যই হারিয়া যাইতেন। অদ্যও তাহাই ঘটিল! মেনকার কথার নিজপক্ষ-সমর্থনোপযোগী উত্তর না পাইয়া স্নেহকরুণস্বরে উমাপতি বলিলেন 'তা' পারি নি বটে, মেন্‌কু।"

উমাপতির পরাজয়-স্বীকারে বালিকা দয়া না করিয়া শ্লেষ করিয়া কহিল "আর 'মেন্‌কু' বল্‌তে হ'বে না। আমি যদি তোমায় না ধ'ত্তাম তা'হ'লে তুমি ত আমাকে দেখ্‌তেও পেতে না!"

উমাপতি যখন দেখিলেন যে পরাজয় স্বীকার করিয়াও নিস্তার নাই তখন স্বপক্ষ সমর্থন করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি কহিলেন "তুমি যে ছোট্ট একবিন্দু তা' এই বহুলোকের ভিড়ে হয়ত আমি তোমাকে না দেখ্‌লেও না দেখ্‌তে পাত্তুম্।"

এই জবাব দিয়া উমাপতি ভাবিলেন তাঁহার জয় হইল। কিন্তু মেনকার নিকটে জয়লাভ করা সেই প্রভাতে তাঁহার ভাগ্যে ছিল না।

মেনকা সরল কণ্ঠে ভালমানুষের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল "আমি যদি ছোট্ট একবিন্দু না হ'য়ে বড় হ'তুম্ তা' হ'লে তুমি দেখ্‌তে পেতে?"

জয়োল্লাসে উমাপতি কহিলেন "নিশ্চয়!"

দারুণ তাচ্ছল্যভরে বালিকা উত্তর করিল "দুত্তোর তোমার 'নিশ্চয়'! আমি নয় ছোট্ট একবিন্দু, দিদি ত আর ছোট্ট একবিন্দু নয়। তুমি দিদিকে দেখ্‌তে পেয়েছ?"

মেনকার দিদিকে উমাপতি তখনও দেখিতে পান নাই, সত্য; কিন্তু তাহা স্বীকার করিয়া বলিকার নিকট পুনরায় পরাজিত হওয়া অপেক্ষা ক্ষিপ্রগতিতে সরযূকে দেখিয়া লইয়া "হাঁ দেখ্‌তে পেয়েছি" বলিয়া জয় লাভ করিবার অভিলাষ করিয়া উমাপতি চকিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, দূরে, প্রশান্তমূর্ত্তি, বর্ষীয়সী জননীর অগ্রভাগে অচিরোদ্ভিন্ন-যৌবনা, আলুলায়িতসিক্তকুন্তলা, কাষায়বসনপরিধানা, প্রাতঃ-সূর্য্যকরফুল্লপ্রভাতপদ্মরূপিণী সরযূ মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় মন্থরগতিতে আসিতেছেন। সেই মূর্ত্তি বারেক দেখিয়া তিনি আঁখি ফিরাইতে পারিলেন না,—অনিমেষলোচনে সঞ্চারিণী সুষমারাণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মেনকাকে পরাজিত করিবার অভিলাষে সরযূকে চকিতে নিমিষের তরে দেখিয়া লইবার জন্য তিনি যে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন।

উমাপতি সরযূর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন দেখিয়া দুষ্ট মেনকা তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য দ্বিতীয় পন্থা আবি-

স্কার করিল। আশ্চর্য্য এই কুসুম-কলিকা বালিকা! সে বলিল "হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি? তোমার চেয়ে দিদি ঢের সুন্দর!"

তিনি সাগ্রহে সরযূকে নিরীক্ষণ করিতেছেন বালিকা মেনকা যে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে ইহা জানিয়া তিনি যাদৃশ অপ্রতিভ না হইলেন ততোধিক অপ্রতিভ হইলেন তাহার শ্লেষবাক্যে; এবং কি উত্তর দিবেন তাহা না ভাবিয়াই বলি-লেন "আমি কি কখনও বলেছি যে আমি সুন্দর?"

মেনকা হারিবার নহে। সে মাথা নাড়িয়া বাঁকা চখে উমাপতির চখে চাহিয়া বলিল "ব'ল্‌লেও বলেছ, না ব'ল্‌লেও বলেছ!"

কিসলয়-কচি বালিকার মধুর কলহপটুতা অনুভব করিয়া উমাপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন।

এতক্ষণে সরযূবালা তাঁহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। মেনকা উমাপতির কর ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া যাইয়া তাহার দিদির হাত ধরিল ও হাসিতে হাসিতে বিবশা হইয়া বলিল "দিদি, আজ দাদাকে খুব হারিয়ে দিয়েছি!"

মেনকার কথায় মুখ তুলিয়া চাহিতে সরযূ যাহা দেখিলেন ইতঃপূর্ব্বে তিনি তাহা আর কখনও দেখেন নাই। সেই সমু-জ্জ্বলসৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতে বালার্ককিরণোদ্ভাসিত যে শান্ত-

স্থির-বিমল আনন সরযূ অবলোকন করিলেন সেই মুখকান্তি তাঁহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল।

আর উমাপতি? সেই স্থির, শান্ত, সমুজ্জ্বল, বিশাল লোচনযুগলে যে স্বপ্নরাজ্যের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিলেন তাহাতে তিনি পৃথিবী বিস্মৃত হইলেন।

সেই প্রশস্ত রাজপথে, দিবালোকে, উভয়ে আত্মহারা হইয়া অনিমেষনয়নে উভয়কে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বেই চিরশান্তিপরিমলময়ী সরযূ-জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে উমাপতিকে কন্যাদ্বয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসরলকণ্ঠে বলিলেন "কি, বাবা? স্নান ক'ত্তে যাচ্ছ,—ওরা বুঝি তোমাকে ধ'রে রেখেছে?"

উমাপতি উত্তর করিবার পূর্ব্বেই মেনকা বলিল "মা, দাদা আমাদের দেখ্‌তে পায় নি। আমি দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে এসে ধ'রে ফেলেছি!"

জননী সাদরে তনয়াকে বলিলেন "তা বেশ করেছিস্। এখন ছেড়ে দে। বেলা হয়েছে, ও স্নান ক'রে আসুক্।"

বিকৃতস্বরে "ছেড়ে দিচ্ছি! তা' না হ'লে হ'বে কেন? এই যে ছাড়্‌ছি!" বলিয়া মেনকা আসিয়া উমাপতির হাত

ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল "চল, আমি তোমার সঙ্গে আবার নাইতে যা'ব।"

মেনকার আকর্ষণে পতিত হইবার উপক্রম হওয়াতে উমাপতি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

মেনকার জননী হাস্যমধুরমুখে "চল মা, আমরা যাই" বলিয়া জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে অগ্রে করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
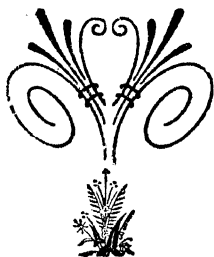
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মেনকার কর গ্রহণ করিয়া উমাপতি সেই জনপ্লাবিত রাজপথ ধরিয়া স্নানের জন্য যাইতেছেন। তাঁহার অন্তরের অন্তরে কিন্তু বিষম আন্দোলন উঠিয়াছে। এক্ষণে মেনকা যদি তাঁহার সমভিব্যাহারে না চলিত তাহা হইলে তিনি সুখী হইতেন। প্রকৃতি যেমন তোমার সুখ দুঃখ বুঝে না,—তোমার সুখেও হাসে, তোমার দুঃখেও হাসে,—সরলা বালিকাও তেমনি তোমার সুখদুঃখ বুঝে না,—তুমি যখন সুখী তখন সে তোমার সহিত হাসিয়া খেলিতে চাহে, আবার তুমি যখন দুঃখী তখনও সে তদ্রূপ তোমার সহিত হাসিয়া খেলিতে চাহে। বালক-বালিকার সহিত বয়ঃপ্রাপ্তের প্রণয়ের বিপদ এই। উমাপতি সেই বিপদেই পতিত হইয়াছেন। তিনি কিছুক্ষণ একাকী একটী কথা ভাবিতে চাহেন, কিন্তু মেনকা নিশ্চিন্তে তাহা ভাবিতে দিতেছে না,—সে এ কথা সে কথা বলিতেছে,

তাহার কথার উত্তর দিতে হইতেছে, নিশ্চিন্তে ভাবিবার অবসর উমাপতির নাই।

নিশ্চিন্তে ভাবিবার অবসর মানবের না থাকিলেই চিন্তা যদি মানবকে ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখেরই ত শান্তি হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না,—অবসর হউক আর নাই হউক, চিন্তা তোমাকে ত্যাগ করিবে না। মেনকা উমাপতিকে ভাবিবার অবসর দিতেছে না বটে কিন্তু ভাবনা তাঁহার অন্তঃকরণ আন্দোলিত করিতেছে।

তিনি ভাবিতেছেন, কেন এমন হইল? তিনি ত স্ত্রীজাতিকে জীবনে ভালবাসিবেন না স্থির করিয়া রমণীর মুখ বিস্মৃত হইবার জন্য দূরে এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন। তবে আজি এই প্রভাতে এই মুখখানির স্পর্শে স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিতেছে কেন? তবে কি রমণীর হৃদয় আছে? যদি রমণীর হৃদয় থাকিবে তাহা হইলে সে এমন করিবে কেন? যাহাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন সে কেন এমন করিবে? হইতে পারে সে মন্দ, হইতে পারে তাঁহার নিজের হৃদয় কপট, তাহা বলিয়া সমগ্র নারীজাতিই কপট হইবে কেন? যাহাদের বাহ্য এতাদৃশ সুন্দর তাহাদের অভ্যন্তর কি এতাদৃশ অসুন্দর হইতে পারে?

সুন্দরীশিরোমণি এই কিশোরী সরযূ। হইতে পারে সরযূ

রমণী-রত্ন, তাহাতে আমার কি ? সে কথা ভাবিবার আমার প্রয়োজন কি ? আমি কি সেই অভিজ্ঞতার পরে সাধ করিয়া আবার ভালবাসিব ? কখনই না।

ভাল, ভাল না হয় বাসিলাম, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু ভালবাসিলেই তাহাকে কণ্ঠে পরিধান করিবার কামনা করিব কেন ? এই জগতের স্রষ্টা সুন্দর, তাঁহার রাজ্যে বহু সুন্দর বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। যে বস্তু সুন্দর দেখিব তাহাই আমি চাহিব কেন ? আর লইয়াই বা করিব কি ? যতক্ষণ উপবনবীথিকায়, সজীববৃক্ষশিরে, সবুজপত্রাভ্যন্তরে অলিকুল-সঙ্কুল গোলাপ-কোরক বৃন্ত-সংস্থিত হইয়া মলয়ানিলে সঞ্চালিত হইতে থাকে ততক্ষণ তাহার সৌন্দর্য্যে নয়ন জুড়াইয়া যায়, ততক্ষণ তাহার সৌরভে প্রাণ সুরভিত হয়। কিন্তু সেই গোলাপ-কোরক কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য তাহাকে বৃন্তচ্যুত কর, তাহাকে একান্ত যত্নে রক্ষা কর,—সে ধীরে ধীরে অচিরে শুকাইয়া যাইবে, তাহার দলগুলি একে একে ঝরিয়া পড়িবে, তাহার সুবাস শেষ হইবে। তবে কেন উপবন-ভূষণ পুষ্পটিকে গ্রহণ করিতে চাহিব ? থাকুক্ না সে তাহার বনমাঝে, দুলুক্ না সে তাহার পবনভরে, ছুটুক্ না সৌরভ তাহার দূরদূরান্তরে ! সে কি আনন্দ ! সে কি আরাম !

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উমাপতি স্থির করিলেন

তাঁহার আন্দোলিত হৃদয় বিচারের অঙ্কুশে সুস্থির হই-য়াছে।

এতক্ষণে মেনকা-সমভিব্যাহারে উমাপতি দশাশ্বমেধে উপ-স্থিত হইলেন। মেনকাকে তীরে রাখিয়া অবগাহনের জন্য তিনি জাহ্নবীজলে অবতরণ করিলেন।

উমাপতি চিরদিন প্রকৃতির শোভা ভালবাসেন। তাঁহার হৃদয়ে কখনও কোনও সন্তাপ জন্মিলে তিনি একাকী প্রকৃতি-সম্ভাষণে বিজন প্রদেশে প্রস্থান করেন। নীলাম্বুময়ী, দূরসংস-র্পিণী ভাগীরথী তাঁহার চিরপ্রিয়। ভাগীরথীবক্ষে তরঙ্গভঙ্গ অব-লোকন করিতে করিতে কত দুশ্চিন্তাই তিনি জীবনে বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই নীলাম্বুময়ী, দূরসংসর্পিণী ভাগীরথীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া উমাপতি সলিল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদূরব্যাপিনী, শুভ্রসিকতাময়ী জাহ্নবীতীরভূমি তাঁহার বড়ই আদরের, জীবনে কতদিন বহুদূরব্যাপিনী, শুভ্রসিকতাময়ী জাহ্নবী-তীরভূমি অবলোকন করিতে করিতে কত দুঃখের কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই বহুদূরব্যাপিনী, শুভ্রসিক-তাময়ী জাহ্নবীতীরভূমি আজি আবার উমাপতি সাদরে নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিগন্তপ্রসারী, নীরেন্দ্রপ্রতিমনীল, মেঘচ্ছায়াপরিশূন্য নভোমণ্ডল তাঁহার পরম সোহাগের ধন। এই দিগন্তপ্রসারী, নীরেন্দ্রপ্রতিমনীল, মেঘচ্ছায়াপরিশূন্য নভো-

মণ্ডল চিন্তা করিতে করিতে উমাপতি জীবনে কত চিন্তাই বিস্মৃত হইয়াছেন। আজি এই প্রভাতে সেই দিগন্ত-প্রসারী, নীরেন্দ্র-প্রতিমনীল, মেঘচ্ছায়াপরিশূন্য নভোমণ্ডল সাগ্রহে তিনি হৃদয়ে ধরিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সুশীতলজাহ্নবীসলিলালিঙ্গনে, এই বহুদূরব্যাপি-সিকতাময়তটভূমিসন্দর্শনে, এই মেঘচ্ছায়াপরিশূন্যাসীমগগন-ধ্যানে আজ অন্তরের সকল চিন্তা বিদূরিত হইল কি ?

তীর হইতে মেনকা রোষভরে হাঁকিল "দাদা, আমি আর ব'সে থাক্‌তে পাচ্ছি নে। তুমি শীঘ্র উঠে এস। এতক্ষণ জলে থাক্‌লে যে জ্বর হ'বে!"

বালিকার কণ্ঠস্বরে উমাপতির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতেই বলিলেন "চল, মেনকা বাড়ী যাই।"

অবিলম্বে সলিল পরিত্যাগ করিয়া তীরে উঠিয়া উমাপতি শুষ্ক বসন পরিধান করিলেন এবং মেনকার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজি রাস-রজনী। গভীর মধুযামিনী। অনন্তবিস্তৃত, মেঘস্পর্শপরিশূন্য গগনে সুধাংশু ষোলকলার রূপরাশিতে সমুদিত। সেই রূপ-রাশি বেষ্টন করিয়া, সুনীল গগনতল উজ্জ্বল করিয়া, সুখস্বপ্নে বিভোর সংখ্যাতীত নক্ষত্রনিকর। নিশাকরে ও নক্ষত্রনিকরে নীলিমাময় নভোমণ্ডল এক অব্যক্ত সৌন্দর্য্যে ও ভাবসম্পদে পরম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। বারাণসীর সৌধসমূহ জ্যোৎস্নাবিপ্লাবিত হইয়া সুরপুরীর বিমলশ্রী লাভ করিয়াছে। বহুদূরবিসর্পিত, প্রশস্ত রাজপথের চিক্কণ সিকতাকণায় জ্যোৎস্নাকণা শয়ন করিয়া এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। কোন্ সুদূর অতীতের সুখস্মৃতি বিজড়িত নিশীথসমীরণ চন্দ্রকিরণস্নাত হইয়া, শ্যামোজ্জ্বল অশ্বত্থপত্র মর্ম্মরিত করিয়া, উদাস-অবশ-ভাবে, মৃদুল গতিতে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। নাগরিকগণের

ভাই ও ভগিনী।

রাসোল্লাসকল্লোল অনতিপূর্ব্বে নিস্তব্ধ হইয়াছে,—এখন আর দূরে মন্দিরে মন্দিরে সে মধুর বাদ্যধ্বনি হইতেছে না; পথ বহিয়া উল্লসিত জনস্রোত আর বহিতেছে না। উৎসবের উল্লাসে পরিশ্রান্তা বারাণসী নগরী এক্ষণে সুষুপ্তির শান্ত ক্রোড়ে সমাহিতা।

নিশীথ শয়নে অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া প্রস্ফুটিতযৌবন, কবিহৃদয় উমাপতি এই নৈশ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছেন। তিনি যতই মনঃ-সংযোগের সহিত পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছেন ততই তাঁহার মনে হইতেছে এই সুপ্ত সুশ্রীর অভ্যন্তরে এক উদাসভাব গুপ্ত রহিয়াছে,—এই অম্লান হাসিরাশির অভ্যন্তরে যেন করুণ রোদনের সুর নিহিত রহিয়াছে। যতই অভিনিবেশসহকারে তিনি তারকাসমূহ নিরীক্ষণ করিতেছেন ততই তাঁহার অনু-ভব হইতেছে যে এই বিমল শোভার অভ্যন্তরে যেন কি এক অভাবের ছায়া লুক্কায়িত রহিয়াছে। চন্দ্রকরপ্রতিফলিত বৃক্ষ-পত্রের অস্ফুট মর্ম্মরে যেন কি এক বিরহের বেদনা গুঞ্জরিত হইতেছে। আর এই মৃদুলগতি, নৈশ সমীরণ,-এই সমীরণে যেন সেই উদাস-অবশ ভাব পরিস্ফুটভাবে প্রকট হইয়াছে। উমাপতি চন্দ্র দেখিতেছেন, তারকা দেখিতেছেন, বারাণসীর সৌধ দেখিতেছেন, রাজপথ দেখিতেছেন, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-

ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, সমীরণ-স্পর্শ অনুভব করিতেছেন, আর এই অব্যক্ত, উদাস ভাবে পরিপূর্ণপ্রাণ হইতেছেন।

কে বলিবে কিসের এই উদাস-অবশ ভাব? এই রজনী অতীতের সেই রজনীর জন্য বিরহকাতরা বলিয়া কি চন্দ্রিকা-শালিনী এই মধুযামিনীর সমুদয়ই এই উদাস-অবশ-ভাবময়? এই পূর্ণ চন্দ্র কি অতীতের সেই পূর্ণ চন্দ্রের জন্য কাতর? এই নক্ষত্রনিকর কি অতীতের সেই নক্ষত্রনিকরের স্মৃতিস্বপ্নে এরূপ স্বপ্নময়? এই সমীরণ কি যুগযুগান্তরের সেই সমীরণের জন্য এমন আলুথালু? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

উত্তর কেহ দিতে পারুক আর নাই পারুক, সেই জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে পর্য্যঙ্কশায়িত যুবকের প্রাণে এই প্রশ্ন ধ্বনিয়া উঠিতেছে, আর যুবকের হৃদয়ে অতৃপ্ত প্রেমের উদাসভাব আনয়ন করিতেছে। সে ভাবিতেছে যুগ-যুগান্তরের সেই রাস-রজনী, সেই নীলাম্বুময়ী প্রবাহিণী, সেই প্রবাহিণী-তট-প্রান্ত-বর্ত্তী কদম্বতরুমূল, সেই জ্যোৎস্নাশালিনী নিশীথিনী, আর সেই রাসেশ্বরী, রসময়ী, রাই বিনোদিনী। যুবকের প্রাণ কূলে কূলে পরিপূর্ণ।

এমন সময়ে সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সুস্বর-সঙ্গীতলহরী ধীর সমীরে প্রবাহিত হইয়া যুবকের শ্রবণপথে প্রবেশ করিল। কুহুকণ্ঠকুহরিত, কুসুমিত কুঞ্জকাননের অতীতের সেই সঙ্গীতের

স্মৃতি তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সেই নিস্পন্দ রজনীতে, দূরাগত সেই করুণ সঙ্গীতে এমনই এক প্রেরণা ছিল যে শ্রুতমাত্রই প্রেমিক হৃদয় প্রেমে আকুল হইয়া উঠিল।

দূরত্বনিবন্ধন কক্ষাভ্যন্তর হইতে সঙ্গীতের ভাষা সম্যক্ ধারণা হইতেছিল না। এতাদৃশ সুধাময় গীতের পদাবলী স্পষ্ট-ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য উমাপতি পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া মুক্তদ্বারপথে অনাবৃত অলিন্দে আসিয়া চন্দ্রতারকাখচিতগগন-তলে দণ্ডায়মান হইলেন। সঙ্গীতের একটী পদ স্পষ্টভাবে শ্রুত হইতে লাগিল। দূরে, নিস্তব্ধ নিশীথে, উচ্চগৃহচূড়ে উপবিষ্ট হইয়া কোন বিবশহৃদয় প্রেমিক ভাবস্খলিত কণ্ঠে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় গাহিতেছে—

"ন সো রমণ ন হাম রমণী
তুঁহু মন মনোভব পেশল জানি,"

প্রেমপরিপূর্ণপদাবলীস্পর্শে প্রেমিকহৃদয় যুবকের গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু দরদরধারে বিগলিত হইতে লাগিল।

কতক্ষণ যে সেই অলিন্দে এমনই প্রেমাশ্রু-পরিপ্লাবিত গণ্ডে যুবক দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা তাঁহার বোধ ছিল না। অবশেষে যখন তাঁহার শীতবোধ হইতে লাগিল তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। কক্ষাভ্যন্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যেমন তিনি ফিরিতে যাইতেছিলেন অমনই দেখিলেন, অনতিদূরে

ভাই ও ভগিনী।

সেই অনাবৃত অলিন্দে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধবিকসিতকুসুম-কলিকা-তুল্য এক জ্যোৎস্নারূপিণী রমণী। রমণীর অনাবৃত, কবরী-সংবদ্ধ, নিবিড়কৃষ্ণ কেশপাশে রজতধবল চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার অনাবৃত মুখমণ্ডলের রূপ জ্যোৎস্নার রূপে অবিচ্ছেদে মিশ্রিত হইয়াছে। তাহার কণ্ঠদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত, সূক্ষ্ম, শুভ্র বসন চন্দ্রিকা-সম্পাতে অত্যন্ত নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছে।

উমাপতির নয়ন কুসুমনির্ম্মিতার প্রতি নিপতিত হইতেই তিনি উমাপতির প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই চন্দ্রিকা-শালিনী, স্বপ্নময়ী যামিনীতে, সেই উদাস-অবশ ভাবমধ্যে চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। মাধবীধবল-মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় রমণী নীরব, নিস্পন্দ। তাঁহার গভীর, বিশাল লোচনদ্বয় স্থিরভাবে উমাপতির লোচনদ্বয়ে নিবদ্ধ। তুষার-শুভ্র-প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় যুবকও নীরব, নিস্পন্দ। তাহারও আকর্ণবিস্তৃত, ভাবপরিপূর্ণ নয়নদ্বয় রমণীর নেত্রদ্বয়ে নিবদ্ধ। চারি চক্ষুঃই নির্নিমেষ।

ইহারা ত বহুদিনের পরিচিত। তবে আজি এই নিশীথে এমন নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া কেন? ইতঃপূর্ব্বে উভয়ে ত উভয়কে বহুবার দেখিয়াছেন, তবে আজি এই রজনীতে এমন অপলকে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন কেন?

কতক্ষণ অতিবাহিত হইল কিন্তু কেহই কোন কথাই

কহিলেন না। অবশেষে উমাপতি আঁখি ফিরাইয়া যে দিক হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রমণীও ঊর্দ্ধে চন্দ্র দেখিতে লাগিলেন। উমাপতি আবার আঁখি ফিরাইয়া চাহিলেন। যে আঁখি চন্দ্র দর্শন করিতে ছিল সে আঁখি চন্দ্র ত্যাগ করিয়া উমাপতির আঁখিতে মিলিত হইল। পুনরায় বহুক্ষণ নীরবে নিস্পন্দে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর যুবক ধীরে ধীরে আপন কক্ষদ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রমণীও পদে পদে স্বীয় কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বারদেশে আসিয়া উমাপতি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন। সুন্দরীও আপন কক্ষ-দ্বারে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। আয়তলোচন তেমনি বদ্ধ-দৃষ্টি,—তাহাতে যেন একটু বিষাদ, একটু ব্যাকুলতা বিরাজ করিতেছে।

ধীরে ধীরে উমাপতি আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে সরযূও স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।
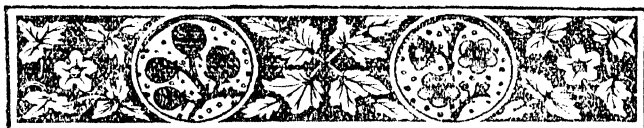
নবম পরিচ্ছেদ।

প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উমাপতি নিশা অবসন্ন-প্রায় দেখিয়া নিদ্রার জন্য শয্যা আশ্রয় করিলেন না। সেই সুষুপ্ত রজনীতে একাকী শয়নাগারে গভীরচিন্তামগ্ন হইয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

কি মনোহারিণী এই পুষ্পময়ী রমণী! দীর্ঘকাল ইঁহাদের গৃহে আদরের অতিথি হইয়া কালযাপন করিতেছি। প্রথম পরিচয়ের দিবস হইতে অদ্যাবধি কতই স্নেহে, কতই যত্নে নিত্য আমার স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতেছে। আমার গৃহে কোন অপরিচিত ব্যক্তি এইরূপ দীর্ঘকালের জন্য অতিথি হইয়া বাস করিতে লাগিলে আমি কি নিত্যই এইরূপ যত্নে ও স্নেহে তাঁহার সেবা করিতে পারিতাম? এই অর্দ্ধবিকসিতা কুসুমকলিকার হৃদয়ের সৌরভে আমার হৃদয়ের সৌরভ সম্পূর্ণ পরাভূত।

কি সুন্দর মুখখানি! শুনিয়াছি, মানবের মুখ তাহার হৃদ-

য়ের দর্পণ। এই দর্পণে এই দীর্ঘকাল নিত্য যে ছবি অবলোকন করিলাম সেই ছায়া যদি এই রমণীর অন্তরের চিত্র হয় তাহা হইলে ঐ হৃদয়ে কত মাধুর্য্য, কত সরলতা, কত পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে!

আর কতই ভাল ও আমায় বাসে! 'দাদা' বলিয়া যখন প্রফুল্ল-মুখে সে আমাকে ডাকিতে আইসে তখন তাহার আপাদমস্তকে এক আমোদের তরঙ্গ বহিতে থাকে। আমাকে ডাকিয়াই যেন তাহার কত সুখ! এমন কি আর কখন দেখিয়াছি? দেখিয়াছি বৈ কি। ঠিক এমন না হইলেও কতকটা এমনই বটে। কিন্তু সে চিন্তায় আর কাজ কি?

অতীত-স্মৃতি মনে জাগরিত হইতেই উমাপতির প্রেমোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সেই বিষাদচ্ছায়াম্লান-মুখে উমাপতি পুনরপি চিন্তা করিতে লাগিলেন। আচ্ছা, এই সরলা বালিকা কি কখনও প্রতারণা করিতে পারে? মনে এই চিন্তার উদয়মাত্রই মন ঘৃণাভরে ইহাকে বিতাড়িত করিল। তাহাও কি কখনও সম্ভবে? চন্দ্রে কলঙ্ক থাকিতে পারে, কুসুমে কীট থাকিতে পারে, কিন্তু এতাদৃশ সারল্যাভ্যন্তরে প্রতারণার বীজ নিহিত থাকিতে পারে না।

সরযূ যাহার স্ত্রী হইবে তাহার জীবন কি আনন্দময়ই হইবে! আনন্দময়ী, সরলস্বভাবা বনিতার সান্নিধ্যেই সংসা-

রের সকল জ্বালা তাহার জুড়াইয়া যাইবে। আচ্ছা, সরযূ যদি আমার স্ত্রী হয়? সরযূকে লইয়া সুখের সংসার পাতান,—সে যে পরম ভাগ্যের কথা।

এই চিন্তা হৃদয়ে উত্থিত হইলে উমাপতির মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল,—যেন তাঁহার হৃদয়ে বিষম এক দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সেই দ্বন্দ্ব-মথিত হৃদয়ে যুবক প্রকোষ্ঠতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাঁহার মুখের মলিনতা দূর হইয়া গেল, মুখমণ্ডলে সমরবিজয়ের গৌরবচ্ছায়া বিকশিত হইয়া উঠিল। হাস্যসমুজ্জ্বলমুখে সেই নিশাবসানসময়ে পালঙ্কে শয়ন করিয়া যুবক অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আর সরযূ? এই তাঁহার প্রথম হৃদয়স্পন্দন!

আচ্ছা, প্রথমযৌবনোন্মেষে কিশোরীর হৃদয়ে নবীন তরঙ্গ উঠিলে কেমন হয়? সরযূ ত কিশোরী। এই ত তাঁহার যৌবন ফুটি ফুটি করিতেছে। এই ত তাঁহার প্রথম নীরব নয়নসম্ভাষণ। চল না যাই, দেখি তাঁহার হৃদয়ে কি ভাবতরঙ্গ ছুটিতেছে? তিনিও কি আপন কক্ষে উমাপতির ন্যায় অন্য কাহারও কথা চিন্তা করিতেছেন?

না, পাঠক! আপনার এই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিতেছি না। এই নিশীথে, কিশোরীর শয়নকক্ষে, গোপনে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বক্ষের মাঝে কৌতূহলের অনুসন্ধান আঁখি প্রবেশ করাইতে পারিতেছি না। জীবনের বহু কৌতূহল ত আপনার চরিতার্থ হয় নাই,—এ'টিও না হয় অপূর্ণ রহিল। কি, রাগ করিতেছেন? আমি আপনাকে দেখাইতে

পারিতেছি না,—এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শয়নকক্ষে জ্যোৎস্নাধবলিত শয্যায় বসিয়া এই অচিরবিকসিত-যৌবনা, জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দরী ছিন্নমৃণালকমলের ন্যায় চিন্তা-ত্রিস্রোতার খরস্রোতে নিতান্ত অসহায়ভাবে ভাসিয়া যাইতেছেন কি না। ক্ষমা করিবেন, পাঠক! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন।
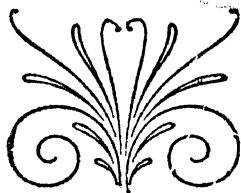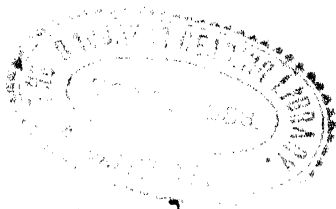
একাদশ পরিচ্ছেদ

জনৈক বন্ধু সাক্ষাতের জন্য আগমন করায় উমাপতি নিম্ন-তলের বিশ্রাম-কক্ষে গমন করিয়াছিলেন। আলাপান্তে বন্ধু বিদায় হইলে তিনি আপন কক্ষে আসিতেছিলেন। প্রকোষ্ঠ-দ্বারে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন সরযূ তাঁহার কক্ষে আপন বস্ত্রাঞ্চলে পুস্তকাদি পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিতেছেন। স্নেহের এই স্বতোনিঃসৃত প্রস্রবণ দর্শনে আনন্দপরিপূর্ণ অন্তরে সাদরে দ্বারদেশ হইতেই উমাপতি কহিলেন "যেন কিছু গোল-মাল ক'র না।"

বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে সরলা সুন্দরী উত্তর করিলেন "যদি করি?"

আচ্ছা, মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাব কি ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত হয়? আমাদের ধারণা, ভাষায় মানবমনের স্থূল অংশই ব্যক্ত হয়,—মনের সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের শক্তি ভাষার প্রচুর

নাই। মানুষের মুখের আলোকে, নয়নের দৃষ্টিতে এবং কণ্ঠের সুরে তাহার মনের ভাব যাদৃশ ব্যক্ত হয় ভাষায় তাদৃশ হয় কি না সন্দেহ। প্রিয়জন-প্রিয়বস্তু-প্রসাধন-নিরতা সেই সুর-সুন্দরী সেই প্রিয়জনকর্তৃক প্রবোধিতা হইয়া যে ক্ষুদ্র উত্তর প্রদান করিলেন আমরা ত তাহা ক্ষুদ্র চারিটি অক্ষরের দুইটি কথায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু সেই উত্তরের মধ্যে যে ভাব ব্যক্ত হইল তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম কৈ? সেই "যদি করি?"—কথা যে মধুময় স্বরে ধ্বনিত হইল তাহার সঙ্গীত উমাপতির মর্ম্মস্থলে বাজিয়া উঠিল। তিনি সেই কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন যে তাঁহার সতর্ক-বাণী বৃথাই প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ যাহাকে সতর্ক করিলেন সে এই স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আছে যে সহস্র গোলমাল করিয়া দ্রব্যাদি স্থানচ্যুত করিলেও যাঁহার দ্রব্য তিনি কখনও তাহাকে ভর্ৎসনা করিবেন না। সরযূ কথায় বলিলেন "যদি করি?" কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে উক্ত স্থির বিশ্বাস ও নির্ভয়ভাব গীত হইল। সেই কণ্ঠস্বরে আরও ব্যক্ত হইল যে "আপনি আমায় এত ভালবাসেন যে আমি কোন গোলমাল করিলে আপনি সুখী ব্যতীত দুঃখী হইবেন না।" সে বীণা আরও বলিল "'যেন কোন গোলমাল ক'র না' বলিলে আমি প্রত্যুত্তরে যে 'গোলমাল করিতে ভীত নহি' এই ভাব প্রকাশ করিব আপনি তাহা শুনিয়া আনন্দ পাইবেন

বলিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন।" সেই স্বরের নির্য্যাস অর্থ নিষ্কাশনের বৃথা প্রয়াস আর করিব না। কারণ, ভাষায় সেই কণ্ঠস্বরের সুধা কখনও প্রকাশিত হইবে না। সে কণ্ঠ একবার শ্রবণে পশিলে চিরজীবন সেই সঙ্গীত হৃদয়-কন্দরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতে থাকে। বিধাতা মানবকণ্ঠে এতাদৃশ সুর রাখিয়াছেন তাহা সেই কণ্ঠ শ্রবণ না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

সরযূর উত্তর শুনিয়া অসহায়জনের ন্যায় উমাপতি বলিলেন "ক'র যদি ত আর কি ক'র্‌ব!"

পূর্ব্বের ন্যায় অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল "তবে কেন বল্‌লেন?"

প্রীতিপূর্ণ স্বরে উমাপতি বলিলেন "ভুল হ'য়েছে।"

পুনরায় বীণা বাজিয়া উঠিল "কেন এমন ভুল হ'ল?"

উমাপতি কৈফিয়ৎ দিলেন "আর হ'বে না।"

কিশোরী হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কুন্দদন্তের কৌমুদীতে উমাপতির হৃদয়পুরী আলোকিত হইয়া উঠিল।

উমাপতি নিঃশব্দে আনন্দ-প্লাবিত কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যুবতী পূর্ব্বেরই ন্যায় স্বীয় শুভ্র, চিক্কণ বসনাঞ্চলে পুস্তক ধূলিমুক্ত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

উমাপতি আসিয়া পর্য্যঙ্কপ্রান্তে উপবেশন করিলেন ও

সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সরযূ, তোমার কি আজ এখন বিশেষ কোন কাজ আছে?"

হস্তস্থিত পুস্তক হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই সরযূ উত্তর করিলেন "না।"

তেমনই ভাবে তাহার মুখ-প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উমাপতি বলিলেন "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

পূর্ব্ববৎ পুস্তকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়াই মধুময়ী বলিলেন "বলুন।"

আবার সেই কণ্ঠ! তিনটি অক্ষর মাত্র, কিন্তু কি সুধা বর্ষণ করিল সেই একটী কথার উচ্চারণভঙ্গি!

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, উমাপতি কিছুই বলিলেন না। যুবতীও কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন না। উমাপতি যে কেমন ভাবে মনোভাব প্রকাশ করিবেন তাহাই নীরবে স্থির করিতেছিলেন কিশোরী কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নতুবা তিনি তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য আর বলিলেন না কেন?

সেই অগ্রহায়ণের অবসন্ন বেলায়, সেই নির্জ্জনকক্ষে, পুস্তকহস্তে দাঁড়াইয়া, সেই কিশোরী। আর সেই অগ্রহায়ণের অবসান বেলায়, সেই নির্জ্জনকক্ষে, পর্য্যঙ্ক-প্রান্তে উপবিষ্ট, সেই যুবক। একজন কি বলিতে চাহিতেছেন। আর একজন

শুনিতে চাহিতেছেন। একজন বলি বলি করিতেছেন, কিন্তু বলা হইতেছে না। আর একজন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, অথচ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। যদি চিত্রকর হইতাম তাহা হইলে সেই অগ্রহায়ণের অপরাহ্ন, সেই শীতের উজ্জ্বল রৌদ্র, সেই নির্জ্জন কক্ষ, সেই পর্য্যঙ্ক, সেই পুস্তক, সেই যুবক, সেই যুবতী, সেই যুবকের ভাব, সেই যুবতীর ভাব চিত্রিত করিবার প্রয়াস করিতাম। বিধাতা চিত্রকর করেন নাই,—সে সাধ এবার অপূর্ণই রহিল।

অবশেষে উমাপতি কহিলেন "সেই রাসরাত্রির কথা তোমার মনে পড়ে ?"

সুখস্মৃতিসমুজ্জল মুখে, সম্মতিসূচক বক্রগ্রীবায় সরযূ বলিলেন "হাঁ, খুব পড়ে।"

উমাপতি বলিলেন "আমি তোমাকে সেই রাত্রি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য আজ কয়েকদিন ভাবিতেছি।"

মধুরকণ্ঠে সরযূ বলিলেন "তা সে ত অনেক দিনের কথা। এতদিন বলেন নাই কেন ?"

উমাপতি কহিলেন "তোমাকে একাকী পাই না বলিয়া।"

"তা আমাকে ডাকিলেই ত আমি আসিতাম।"

স্থিরকণ্ঠে উমাপতি বলিলেন "না, ডাকি নাই।"

তেমনই স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন হইল "কেন ডাকেন নাই ?"

পূর্ব্ববৎ স্থিরকণ্ঠে উমাপতি কহিলেন "সাত পাঁচ ভাবিয়া ডাকি নাই।"

সারল্যজড়িত কণ্ঠে উত্তর হইল "আমি কিন্তু নিত্য ভাবি আপনি ডাকিবেন।"

একটু বিস্ময়ে একটু হর্ষে উমাপতি কহিলেন "তুমি নিত্য ভাব' আমি তোমায় ডাকিব?"

রঙ্গভরে রমণী ব্যঙ্গ করিলেন "কেন, বিশ্বাস হয় না?"

সহজ কণ্ঠে উত্তর হইল "বিশ্বাস হ'বে না কেন?" তেমনই সহজ কণ্ঠে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে যে আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছেন?"

একটু অপ্রতিভ হইয়া উমাপতি কহিলেন "ঠিক বলেছ।"

শান্তস্বরে সরযূ বলিলেন "এই যে আজ এই অসময়ে ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিতে আসিয়াছি ইহার কারণ,—দেখি, আপনি ঘরে ফিরিয়া সেই রাত্রির কথা কিছু বলেন কি না।"

উমাপতি যদি কখনও সরযূকে ভাল বাসিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই ভালবাসা তাঁহার এই উক্তিতে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রশাংসাকুল কণ্ঠে তিনি বলিলেন "সরযূ, তুমি একান্তই সরল।"

সরযূ বলিলেন "সেই রাত্রির কথা কি বলিবেন বলুন।"

"তুমি কখন বারান্দায় আসিয়াছিলে?"

"আপনি আসিবার কিছু পূর্ব্বে।"

"কেন আসিয়াছিলে ?"

"চাঁদের আলোয় সেই গান শুনিতে।"

"আমি যখন ছাতে আসি তখন তুমি জানিতে পারিয়াছিলে ?"

"আপনি ঘরের মধ্যে একটু নড়িলে আমি জানিতে পারি, আর আপনি মুক্তদ্বারপথে বারান্দায় আসিলে আমি জানিতে পারিব না ?"

"গান শুনিতে শুনিতে প্রাণ অন্যমনস্ক হইলে জানা না যাইতেও পারে।"

বিস্ময়পরিপূর্ণ কণ্ঠে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি ?"

সহজকণ্ঠে উমাপতি উত্তর করিলেন "কেন ?—এতই অসম্ভব কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া, সুন্দরী বলিলেন "হুঁ, খুবই অসম্ভব।"

নীরবে উমাপতি সরযূর ভালবাসার গভীরতা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সরযূ বলিলেন "আমি ছাতে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা আপনি যখন ছাদে আসিয়াছিলেন তখন জানিতে পারেন নাই ?"

সরল কণ্ঠে উমাপতি বলিলেন "না।"

হাসিতে কিশোরী উমাপতির উত্তর উড়াইয়া দিলেন।

ক্ষণকাল পরে উমাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখিতে পাইয়াছিলে ত কথা বল নাই কেন ?"

উমাপতির মুখের প্রতি চাহিয়া হাস্যমুখে কিশোরী প্রতি-প্রশ্ন করিলেন "আপনি যখন আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন তখন কথা বলেন নাই কেন ?"

গম্ভীর স্বরে উমাপতি উত্তর করিলেন "গভীর রজনীতে, নির্জ্জন ছাদে, তুমি আর আমি,—কি জানি কেন সেদিন কথা বলিতে পারি নাই !"

গম্ভীর কণ্ঠে রমণী বলিলেন "আমারও ঐ উত্তর।"

স্থির কণ্ঠে উমাপতি কহিলেন "আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

হাসিয়া সরযূ বলিলেন "একটি কেন ? একশটি করুন।"

"আমি যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখিলাম তুমি সেই মুহূর্ত্তে আমার প্রতি চাহিলে কি প্রকারে ?"

সরলতাপূর্ণ কণ্ঠে কিশোরী উত্তর করিলেন "আপনি কখন আমাকে দেখিবেন আমি যে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম।"

স্নেহ-গদ্‌গদ কণ্ঠে উমাপতি ডাকিলেন "সরযূ!"

মধুময় কণ্ঠে সুন্দরী বলিলেন "বলুন।"

গদ্‌গদ কণ্ঠে উমাপতি কহিলেন "তুমি এত ভালবাস !"

সহজ কণ্ঠে উত্তর হইল "আপনি কি কম বাসেন না কি ?"

মৃদুস্বরে উমাপতি কহিলেন "বোধ হয়, খুব কম।"

স্থির বিশ্বাসের সুরে সরযূ বলিলেন "নিশ্চয়, একটুও নয়।"

সহজ কণ্ঠে উমাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিয়া বুঝিলে ?"

ধ্রুব বিশ্বাসের সহিত সুন্দরী বলিলেন "আমার প্রাণ বলে !"

নীরব হইয়া উমাপতি উদ্বেল হৃদয়কে শান্ত করিয়া লই-লেন ও বলিলেন "তুমি সে রাত্রিতে কি ভাবিয়াছিলে ?"

কৃত্রিমকোপপূর্ণনয়নে উমাপতির প্রতি চাহিয়া কিশোরী ভৎসনা করিলেন "এত প্রশ্ন কেন ? আমি যদি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করি ?"

কিশোরীর মুখে চাহিয়া স্বভাব-সরল কণ্ঠে উমাপতি উত্তর করিলেন "আমি ত তাহাই বলিব বলিয়া আজ সেই প্রসঙ্গ তুলিয়াছি।"

কৃত্রিম কোপ পরিত্যাগ করিয়া সহজ কণ্ঠে কিশোরী কহিলেন "তুলিয়াছেন ত বলুন।"

গম্ভীর ভাবে যুবক উত্তর করিলেন "আমি ভাবিয়াছিলাম অনেক কথা।"

রঙ্গভরে কিশোরী সুধাইলেন "দু' একটী শুনি।"

"ভাবিয়াছিলাম,—তুমি পরমা সুন্দরী, তোমার হৃদয়ের তুলনা নাই, তুমি আমাকে স্নেহ কর।"

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "আর?"

"আর?—আর ভাবিয়াছিলাম, তোমার সহিত যাহার বিবাহ হইবে তাহার জীবন খুব সুখের হইবে।"

গভীরতর আগ্রহে দ্রুত প্রশ্ন হইল "তা'র পর?"

একটু ভাবিয়া উমাপতি কহিলেন "তা'র পর?—সকল কথাই শুনিবে?"

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর হইল "হাঁ, শুনিব।"

সহজ কণ্ঠে উত্তর হইল "তবে শোন।"

"বলুন।"

আবার সেই কণ্ঠস্বর!

স্থির কণ্ঠে উমাপতি কহিলেন "আর ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত যদি আমার বিবাহ হইত!"

পরিহাসপূর্ণ কণ্ঠে কিশোরী সুধাইলেন "তা সে বিবাহ হ'ল না কেন?"

স্থির কণ্ঠে উন্নতহৃদয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক উত্তর করিলেন "তাহা না হইবার কারণ বলিতেছি, শুন। তোমাদের বাটীতে আমি অপরিচিত অতিথি হইয়াও যে আদর যত্ন পাইয়াছি তাহার বিনিময়ে আমি যদি গৃহস্বামীর দুহিতার প্রণয়-প্রার্থী

হই তাহা হইলে জগতে অতিথির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে। এই কুৎসিত আচরণে সমাজে এক মন্দ উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমার প্রাণান্তেও আমি এতাদৃশ সমাজের অহিতকর কার্য্য করিব না।" এই বলিয়া উমাপতি নীরব হইলেন।

যুবতী পুস্তকশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

ক্ষণপরে উমাপতি পুনরায় বলিলেন "তাহা না হইবার আরও কারণ আছে। সন্ন্যাসী আমার সহিত অল্প পরিচয়ে আমাকে সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া তোমার পিতার আলয়ে আমার অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আজ যদি আমি তোমার পাণি-প্রার্থী হই তাহা হইলে তিনি অতঃপর আর কাহারও জন্য কোন শিষ্যের গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা করিবেন না।"

যুবতী নীরব, নিস্পন্দ।

উমাপতি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন "আরও কারণ আছে। তোমার দেবতুল্য পিতা, তোমার দেবী মাতা আমাকে সচ্চরিত্র মনে করিয়া তোমার আমার অবাধ আলাপে কথনও বাধা প্রদান করেন নাই। আমি তোমাতে আজ অনুরক্ত ইহা যদি তাঁহাদের এক্ষণে মনে হয় তাহা হইলে তাঁহাদের সরলবিশ্বাসের কি গুরুতর অমর্য্যাদাই করা

হইবে,—তাঁহারা আমাকে কতই নীচ মনে করিবেন, তাঁহারা তোমার ন্যায় কন্যাকে কতই ক্ষুদ্র মনে করিবেন। যাহাতে তোমার পবিত্র চরিত্রে সন্দেহ জন্মিতে পারে এমন কার্য্য আমি কোন ক্রমেই করিতে পারিব না।”

এতক্ষণে রমণী কথা কহিলেন। বলিলেন “আমার নিন্দা হয় হউক, কিন্তু আমার পিতা মাতার আপনার প্রতি যে অগাধ বিশ্বাস তাহাতে যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ জন্মিবে ইহা আমি প্রাণান্তেও সহিতে পারিব না। আপনার কথা বলিতে তাঁহারা আপনহারা হয়েন। আমিও তাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, আপনার সহিত আমার বিবাহ হইবে না।”

আনন্দস্খলিত কণ্ঠে যুবক বলিলেন “তুমিও তাহাই স্থির করিয়াছ, সরযূ!”

উমাপতির পবিত্র লোচনযুগলে হাস্যোজ্জ্বল পবিত্র লোচন-যুগল সংস্থিত করিয়া যুবতী কহিলেন “আমিও সেই রাত্রিতে আপনারই ন্যায় বহু ভাবিয়া সেই আপনি যাহা সাব্যস্ত করিয়াছেন তাহাই স্থির করিয়াছি।”

সোৎসাহে উমাপতি বলিয়া উঠিলেন “আমি আরও স্থির করিয়াছি, সরযূ!”

সাগ্রহে সরযূ সুধাইলেন “কি?”

ভাই ও ভগিনী।

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে উমাপতি কহিলেন "যাবৎ এ দেহে প্রাণ রহিবে তাবৎ আমি তোমাকে সহোদরার ন্যায় ভালবাসিব।"

আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া কিশোরী কহিল "আমরা ত ভাই ও ভগিনী।"

আনন্দে পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া সরযূর সন্নিকটে আসিয়া যুবক উল্লাসভরে কহিলেন "হাঁ, সরযূ, তুমি ও আমি, ভাই ও ভগিনী।"

একটু নীরব থাকিয়া উমাপতি পুনরায় বলিতে লাগিলেন "দেখ, সরযূ! যদি জীবন-প্রভাতেই বুঝিতাম যে ভাই-ভগিনী সম্বন্ধে পুরুষ ও রমণীর যে আনন্দ তাহার তুলনায় প্রণয়ী ও প্রণয়িনী সম্বন্ধের আনন্দ অকিঞ্চিৎকর তাহা হইলে যে যাতনা বিস্মৃত হইতে তোমাদের বাটীতে আসিয়াছিলাম সে যাতনা কখনও ভোগ করিতে হইত না।"

সহজ, সরল কণ্ঠে সরযূ সুধাইল "কিসের যাতনা, দাদা?"

হাসিয়া উমাপতি কহিলেন "তোমার বিবাহের পর তোমার ও তোমার স্বামীর সম্মুখে বসিয়া সেই গল্প একদিন করিব, দিদি।"

যখন সরযূ ও উমাপতিতে এবংবিধ বাক্যালাপ হইতেছিল তখন উন্মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকার ন্যায় বেগে মেনকা প্রবেশ করিয়া বিষম ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিল "দু'জনে গল্প করা

হচ্ছে! আমাকে কেউ ডাকুলে না!!"

উমাপতি সাদরে মেনকাকে ধরিতে গেলেন। সে তীর গতিতে সক্রোধে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাসিতে হাসিতে সরযূ ও উমাপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা অপরাহ্ণ। মেনকাদের বাটীর সম্মুখে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বশকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শকটের চালে বিছানার গাঁট্‌রী এবং একটী টুক্‌রি রহিয়াছে। আর শকটাভ্যন্তরে সুন্দর সাজে সজ্জিতা মেনকা হাসিতেছে। ভৃত্য রামচরণ শকটপার্শ্বে কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

অনেকদিন গৃহ হইতে আসিয়াছেন,—উমাপতি আজ অপরাহ্ণে বাষ্পীয় যানে গৃহে ফিরিবেন। যাত্রার সকল ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে। বাষ্পীয় শকটের আড্ডায় যাইবার আনন্দে সাজসজ্জা করিয়া মেনকা ইতোমধ্যেই গাড়ীতে চাপিয়াছে। আসিতে বাকী কেবল, যে যাইবে সে।

উমাপতি কোথায়?—কি করিতেছেন?

পুত্রাধিক যত্নে যিনি এই দীর্ঘকাল এই অপরিচিত যুবককে

গৃহে স্থান দিয়াছেন সেই শান্তহৃদয়, অশীতিপর বৃদ্ধ উমাপতির কক্ষসংলগ্ন অলিন্দে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন স্নেহকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। যে মহিমময়ী বর্ষীয়সী এই দীর্ঘ-কাল পরের পুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় আদর করিলেন তিনিও স্বামীর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া। তাঁহার লোচনযুগল বাষ্পবারি-পরিপূর্ণ। উদ্বেল হৃদয়কে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া উমাপতি বৃদ্ধের চরণে প্রণিপাত করিলেন। আবেগাকুলকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন "বাড়ী পহুঁছিয়াই সংবাদ দিও।"

"আসি, মা" বলিয়া উমাপতি বৃদ্ধার পদধূলি লইতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন "বুড়ো মাকে ভুল না, বাবা!"

বৃদ্ধার সাদর সম্ভাষণে ও অশ্রুপ্রবাহে উমাপতির হৃদয়ের বাঁধ ভাসিয়া গেল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া যুবককে উভয়হস্তে বক্ষে গ্রহণ করি-লেন ও অদূরবর্ত্তিনী দুহিতাকে কহিলেন

"সরযু! তোর দাদাকে প্রণাম কর।"

উমাপতির চরণযুগলে আলুলায়িতকুন্তলাবৃত মস্তক স্থাপন করিয়া সরযু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

সরযুর জননী উমাপতিকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া স্বয়ং একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

পদতলপতিতা, রোরুদ্যমানা, বিবশা সরযূকে দুই হস্তে

ধরিয়া চরণতল হইতে তুলিয়া তাহার বেদনা-লোহিত, অশ্রু-প্লাবিত চক্ষে চাহিয়া উমাপতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "কেঁদ না, সরযূ!"

অশ্রুপরিপ্লাবিত গণ্ডে, বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে কোন প্রকারে সরযূ বলিলেন "আবার এস, দাদা।"

সরযূর আলুলায়িত কুন্তলের কয়েকগাছি কৃষ্ণকেশ তাহার রক্তিম-গণ্ডের অশ্রুধারার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। সেই স্থানচ্যুত, গণ্ডপতিত, অশ্রুনিষিক্ত অলকদাম সাদরে ধরিয়া তাহার কর্ণমূলে সযত্নে সন্ন্যস্ত করিতে করিতে অশ্রু-প্লাবিত-মুখে উমাপতি কহিলেন "আমি আবার আস্‌ব, সরযূ! তুমি ও আমি যে ভাই ও ভগিনী।"

যুবক যুবতীর হৃদয়ের সারল্য-প্রবাহে প্রশান্তচিত্ত বৃদ্ধের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার গণ্ডস্থলে দরদর ধারা বহিল।

গৃহদ্বারে শকটচালক হাঁকিল "বিলম্বে গাড়ী ছেড়ে যাবে, বাবু।"

উমাপতিকে সত্বর অনুসরণ করিতে বলিয়া গৃহকর্ত্তা ত্বরিত পদে নিম্নে অবতারণ করিলেন।

উমাপতিও চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া গেলেন।

রামচরণ এক লম্ফে শকটোপরি আরোহণ করিল।

ভাই ও ভগিনী।

উমাপতি ও মেনকাকে লইয়া গাড়ী দ্রুত ছুটিল।

বাতায়নে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে সরযূ ও সরযূ-জননী যতক্ষণ শকট দৃষ্টিপথে রহিল ততক্ষণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মেনকাকে লইয়া রামচরণ যখন গৃহে ফিরিল তখন তাহার সাধের গোলাপী পোষাক ধুলিধুসরিত। বাষ্পীয় শকট ছাড়িয়া দিলে সে না কি আড্ডার ধুলায় লুটাইয়া বড় কান্নাই কাঁদিয়াছে। এখনও তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চলিষ্ণু বাষ্পীয়-শকটের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে কৃষ্ণপক্ষের গভীর-নীল গগনভালে যখন ইন্দুলেখা নয়নগোচর হইল তখন নির্ম্মল-নভসম হৃদয়গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া উমাপতি দেখিলেন সেই গগনেও মধুর, উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ চন্দ্রকলার দ্যুতি খেলিতেছে।

সমাপ্ত।